भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ।
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

वर्ग संख्या
Class No. 182 A d

पुस्तक संख्या
Book No. 890·7

रा० पु०/N.L-38.

GMGIP (Pub. Unit), Sant.—S20—8CRL/85—16-12-85—75,000.

182. Ad. 897.7

কলিকাতা-দর্শক।

ইতিহাস, বর্ণনা, দর্শনীয়স্থান, রাস্তা ও
ডাইরেক্টারী।

নূতন কলিকাতা প্রেস ডিপজিটারী
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

RARE BOOK

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা
৩নং বিডন স্কোয়ার, নূতন কলিকাতা যন্ত্রে
শ্রীবিহারীলাল দাস দ্বারা মুদ্রিত।

19. JAN. 05.

RARE BOOK

NATIONAL LIBRARY
CALC

Ad. ৪৭০

উপক্রমণিকা।

কলিকাতা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

আজ যেখানে ভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহানগর নানা সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া দণ্ডায়মান, ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে তখন ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি বনচর শ্বাপদ ও হাঙ্গর কুম্ভির প্রভৃতি জলচর হিংস্রক প্রাণীগণের বাসভূমি ছিল। চন্দননগরের কয়েক মাইল দক্ষিণ হইতেই গঙ্গার দুই তীরে বহুদূর ব্যাপি গভীর অরণ্য ছিল, মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম দেখা যাইত, এই সকল গ্রামে সাধারণতঃ ধীবরগণই বাস করিত। ইহারা গঙ্গার মৎস্য ধরিয়া চন্দননগর হুগলি প্রভৃতি স্থানে বিক্রয় করিত। তৎকালে হুগলি, চুচড়া, বান্দেল, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানে বিদেশীয় বণিকগণ আসিয়া বাণিজ্য করিতেন, চন্দননগরে ফরাশী-গণের, চুচড়ায় ডক্ত-গণের, হুগলিতে ইংরাজ-গণের, ও বান্দেলে পর্টুগিজ-গণের কুঠি ছিল। এইখানে ফরাসী, ডক্ত, পর্টুগিজ ও ইংরেজগণের জাহাজ আসিত, এবং সেই সময় দেশ অশান্তিতে পূর্ণ ছিল বলিয়া সকলেই নিজ নিজ কুঠি রক্ষার্থে অল্প সংখ্যক সৈন্য রাখিতেন। হুগলিতে মুসলমান-গণেরও এক জন সুবাদার সসৈন্যে বাস করিতেন। এ প্রদেশের শাসন কার্য্যে সম্পূর্ণ ভার তাহারই উপর ন্যস্ত ছিল।

এই সময়ে দক্ষিণ ভারতে ফরাশী-গণ বিশেষ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন সুতরাং ফরাশডাঙ্গা চন্দননগরেও করাশীগণের প্রতাপ ও আধিপত্য অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষা অধিক ছিল, ডক্ত ও পর্টুগিজ-গণের ক্ষমতা দিন দিন হ্রাস হইতে ছিল, কেবল ইংরেজ-গণ দিন দিন পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতে ছিলেন. নানা রূপ কৌশলে তাঁহা

ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে ছিল, বলা বাহুল্য ইহাতে ইংরাজগণের ও ফরাশীগণের বিদ্বেষ ভাব দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছিল। এই সময়ে জাহাজ সকল গঙ্গা দিয়া হুগলি পর্য্যন্ত যাইত সত্য, কিন্তু হুগলির দক্ষিণে কোন থানে আসিত না, কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি উভয় তীর ঘোর নিবিড় অরণ্য পূর্ণ ছিল।

এই সময়ে সহসা এক দিন হুগলীর বাজারে কয়েকজন ইংরেজ সহিত মুসলমান সৈন্যের বিবাদ ঘটিল। উভয়দলে ঘোরতর মারামারি হইল, মুসলমানগণ ও অনেকে হত ও আহত হইয়া পলাইল। ইংরেজগণ জিতিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের বিপদ বৃদ্ধি হইল, সুবাদার তাঁহাদিগকে অনতিবিলম্বে হুগলি পরিত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য অনুজ্ঞা করিলেন। হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে সুবাদার সসৈন্যে ইংরেজ কুঠি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিবার জন্য আগ্রসর হইলেন মারামারির পরই ইংরেজগণ বুঝিয়া ছিলেন যে সুবাদার তাঁহাদের কুঠি লুণ্ঠন করিবার এরূপ সুবিধা পরিত্যাগ করিবেন না, তাহাই তাঁহারা অনতিবিলম্বে জাহাজের দ্রব্যাদি জাহাজে তুলিয়া ছিলেন। এদিকে নবাব সৈন্য তাঁহাদের কুঠিতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহারা তাহাদের জাহাজ খুলিয়া দিয়াছিলেন। হুগলির দুর্গ হইতে তাহাদের উপর গোলা বর্ষিত হইয়া ছিল, কিন্তু তাঁহাদের জাহাজে একটীও আঘাত করিতে পারে নাই।

ইংরেজগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গঙ্গার দক্ষিণস্থ কুলিন নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে জাহাজ নঙ্গর করিলেন, তথায় তাহারা থাকিয়া মুরসিদাবাদে নবাবের নিকট লোক পাঠাইলেন এবং হুগলিতে থাকিলে সময় সময় এইরূপ বিপদ ঘটিতে পারে ভাবিয়া গঙ্গার তীরস্থ গোবিন্দপুর ও সুতানটী গ্রামে কুঠি সংস্থাপন করিবার প্রার্থনা করিলেন। ইংরেজগণের নিকট হইতে নবাব বৎসরে বৎসরে অনেক টাকা পাইতেন সুতরাং ইংরেজগণ যে একবারে বাঙ্গালাদেশ হইতে দূর হইয়

যাউক, এ ইচ্ছা তাঁহার ছিল না, তবে তাহারা প্রবল হইতে না পারে সে বিষয়েও সচেষ্ট ছিলেন। এই জন্য যখন তাহারা হুগলি পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র গোবিন্দপুর গ্রামে কুঠি স্থাপিত করিতে চাহিলেন তখন নবাব বাহাদুর তাহাতে কোনই আপত্তি করিলেন না। তিনি ভাবিলেন জঙ্গলের মধ্যে ইংরেজগণ প্রবল হইতে পারিবে না, হায়! মুসলমান রাজ্যচ্যুত হইবার যে সেই সুচনা হইল, তাহা তাঁহারা বুঝিলেন না।

সেই সময়ে সর চার্লস নামে জনৈক ইংরেজ, ইংরেজ কুঠির প্রধান কার্য্যকারী ছিলেন, তিনি নবাবের অনুমতি পাইয়া গোবিন্দ পুরে কুঠি সংস্থাপন করিলেন। জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া গঙ্গার তীরে কয়েকটী অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল। মহার্ট্টা দস্যু বা বর্গীগণের হস্ত হইতে কুঠি রক্ষা করিবার জন্য চারিদিকে বিস্তৃত পরীখা খনন করিলেন, ইহা "মার্হাটা ডিচ" নামে আজও বিদিত আছে।

যেখানে বাণিজ্য হয়, সেই খানেই লোকের সমাগম হইতে থাকে ক্রমে ক্রমে গোবিন্দপুরে অনেক দেশীয় ব্যক্তি বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে অনেকে ইংরেজের চাকরী করিতেন, অনেক ইংরেজ ও দেশীয় সওদাগরে মধ্যে যে ব্যবসা চলিত তাহার দালালী করিতেন। ইহারা সকলেই ধনী ছিলেন সুতরাং ইহাদের গোবিন্দপুরে বাসের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের অনুচর সহচর আত্মীয় স্বজন অনেকেই গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, ক্রমে জঙ্গলের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র সহর হইল, কিন্তু তখনও চারিদিকের জঙ্গল দূর হইল না, তখনও গোবিন্দপুরে নিকট ব্যাঘ্র ভল্লুকগণ বিচরণ করিত, দস্যুগণ প্রায় প্রত্যহই লোক মারিত।

ক্রমে যখন গোবিন্দপুর সর্ চার্লস সাহেবের যত্নে একটী ক্ষুদ্র সহরে পরিণত হইল তখন ইহার একটা নাম হওয়া আবশ্যক বিবেচনা হইল। গোবিন্দপুরের দক্ষিণে কালীঘাট, বহুকাল হইতে জঙ্গলের

মধ্যে এই দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল; প্রাণের আশায় জলাঞ্জলী দিয়াও অনেকে এই নিবিড় জঙ্গল মধ্যে দেবীর অর্চ্চনা করিতে আসিত। এই স্থান বহুকাল হইতে কালিকোটা নামে খ্যাত ছিল। গোবিন্দপুরের ও সুতানুটীর ধীবরগণ নিজদের গ্রামের নাম কেহ জিজ্ঞাসা করিলে দেবীর মান্যার্থে এই স্থানকে কালিকোটাই বলিত। ইংরেজগণ জাহাজ নঙ্গর করিয়া যথা তীরে অবতীর্ণ ধীবরগণকে এই স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তাহারা বলিল "এই স্থানের নাম কালিকোটা" সাহেবগণ কালিকোটা উচ্চারণ বিভ্রাট ঘটাইয়া "ক্যালকাটা" তাহাদের দ্বারা যে ক্ষুদ্র সহরে নির্ম্মিত হইল তাহারও নাম ক্রমে "ক্যালকাটা" দাঁড়াইয়া গেল। ইংরেজ হিন্দু ও মুসলমান সকলেই এই ইংরেজ স্থাপিত সহরকে "ক্যালকাটা„ বলিতেন, পরে যখন হিন্দুগণ ক্যালকাটার অধিবাসী হইয়া পড়িলেন, তখন তাহারা কি কারণে যে এই স্থানের নাম "ক্যালকাটা" হইয়াছে স্থির করিতে না পারিয়া "ক্যালকাটা„ কে শুদ্ধ করিয়া "কলিকাত." বলিতে লাগিলেন। আজও এই বৃহৎ নগরি সেই নামে খ্যাত.।

সব্ চার্লসের সুশাসনে ও উৎসাহে ইংরেজদের ব্যবসা যতই দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিল নূতন কলিকাতা নগরীও সেই সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন উন্নত হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্ষুদ্র কুঠিরময় গোবিন্দপুর, ও সুতানুটিতে বড় বড় অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল সুন্দর সুন্দর প্রমোদ উদ্যানে স্থাপিত হইল। চার্লস সাহেব কেবল কলিকাতা সংস্থাপন করিয়াই নিবৃত্ত ছিলেননা। যাহা এক্ষণে বারাকপুর নামে খ্যাত সেই ক্ষুদ্র নগরও চার্লস সাহেব স্থাপন করেন, প্রথমতঃ দেশীয় অধিবাসীগণ এই সহরকে "চানক" বলিয়া থাকে। সব্ চার্লস সাহেব কলিকাতায়ই মানব লীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার কবর লালদিঘির নিকটস্থ পাথুরিয়া গির্জ্জা নামক গির্জ্জা এস্থানে আজও দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সময়ে বাঙ্গালার মহারাষ্ট্রদিগের দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং মুসলমানগণ মহারাষ্ট্রগণকে কোন মতে দমন করিতে না পারায় ইংরেজগণ তাহাদের কুঠি রক্ষার্থে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করিলে তাহারা অনুমতি প্রদান করিলেন অনুমতি পাইবামাত্র ইংরেজগণ সোৎসাহে দুর্গ নিৰ্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে মুরসিদাবাদের নবাব আলিবর্দ্দির মৃত্যু হইল। এবং সিরাজদ্দৌলা বাঙ্গলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি অল্প বয়স্ক ছিলেন কুসঙ্গে মিশিয়া নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করিলেন এই সকল বিষয় বাঙ্গালার ইতিহাসে বর্ণিত আছে।

রাজা রাজবল্লভ ঢাকার সুবাদার ছিলেন, তাহারপুত্র মুরসিদাবাদে থাকিতেন, নবাব বাহাদুর তাহার সমস্ত ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণদাস পূর্ব্বে এ সংবাদ পাইয়া শ্রীক্ষেত্র যাইবার ছল করিয়া সমস্ত ধন সম্পত্তি ও স্ত্রী পরিবার সহ কলিকাতায় আসিয়া ইংরেজগণের শরণাপন্ন হইলেন। ইহা শুনিয়া নবাব ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন। অনতিবিলম্বে ইংরেজদিগের উপর আজ্ঞা প্রদান করিলেন তাহারা অনতিবিলম্বে রাজবল্লভের পুত্রকে মুরসিদাবাদে প্রেরণ করিবেন, এবং দুর্গ নির্ম্মাণ বন্ধ করিয়া দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন। ইংরেজগন এই উভয় আজ্ঞা পালনে অস্বীকৃত হইয়া নবাবকে সকল কথা বুঝাইবার জন্য মুরসিদাবাদে একজন দূত প্রেরণ করিলেন নবাব দূতমুখে ইংরেজের প্রত্যুত্তর শুনিয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন তৎক্ষণাৎ দূতকে কারারুদ্ধ করিয়া, কাশিমবাজারস্থ কুঠি লুণ্ঠন করিয়া তথাকার কৰ্ম্মচারি ওয়ারেন হেষ্টিংসকে কারারুদ্ধ করিলেন তৎপরে প্রায় ৫০। ৬০ সহস্র সৈন্য লইয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ইংরেজগণ যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ন অপ্রস্তুত ছিলেন, তাহাদের সৈন্য সামন্ত অতি অল্পই ছিল, সুতরাং নবাবের ক্রোধ শান্তির জন্য পুনঃপুনঃ নবাবের নিকট দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন কিন্তু নবাব কিছুতেই

নিরস্ত হইলেন না। সেই সময়ে নিরস্ত হইলে আরতো মুসলমান সাম্রাজ্য নষ্ট হইতনা। তিনি সসৈন্যে কলিকাতার দিকে চলিলেন তখন ইংরেজগণ হতাশ হইয়া পড়িলেন। অনেকে দুর্গ পরিত্যাগ জাহাজে উঠিয়া জাহাজ খুলিয়া দিলেন। যাহারা দুর্গে থাকিলেন তাহারা বুলেয়েন নামক একজন সাহেবকে সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। হলোয়েলসাহেব তখন দুর্গ রক্ষার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে মুসলমান সৈন্য আসিয়া কলিকাতা বেষ্টন করিল, ইংরেজগণ দুই দিবস পর্য্যন্ত দুর্গ রক্ষা করিলেন, তৎপরে পরাস্ত হইলেন মুসলমানগণ দুর্গ অধিকার করিল। তাহারা যে সকল ইংরেজ নরনারীকে পাইল তাহাদিগকে একটী ক্ষুদ্র গৃহে আবদ্ধ রাখিল, পরদিবস কয়েক জন মাত্র জীবিত ছিলেন অপর সকলেই এই গৃহে দারুণ যন্ত্রণায় প্রাণ পরিত্যাগ করেন। ইহাই বিখ্যাত "ব্ল্যাকহোল" অন্ধকূপহত্যা নামে খ্যাত, হইয়াছে। যেখানে ব্ল্যাকহোল কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল সেই স্থানে এক্ষণে জেনারেল পোষ্ট আফিস স্থাপিত।

নবাব নগরের নাম আলিনগর রাখিয়া জনৈক মুসলমান সৈনিকের উপর নগরের শাসন ভার দিয়া মহোল্লাসে মুরসিদাবাদে ফিরিলেন, কিন্তু তাহার সর্ব্বনাশের পথ যে প্রশস্ত করিয়া গেলেন তাহা বুঝিলেন না।

ইংরেজগণ গঙ্গার দক্ষিণে জাহাজ নঙ্গর করিয়া রহিলেন,— অনেকে পীড়ায় কালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিলেন।—এ দিকে তাহাদের দুর্দ্দশার সম্বাদ মান্দ্রাজে প্রেরণ করাহইল, এই সময়ে মান্দ্রাজেই ইংরেজদিগের বানিজ্যের প্রধান স্থান ছিল। মান্দ্রাজে এই সম্বাদ পৌঁছিবার মাত্র তথাকার ইংরেজ গবর্ণর বাঙ্গালায় ইংরেজ বানিজ্য রক্ষা করিবার জন্য কয়েকখানি জাহাজে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। স্থল যুদ্ধের জন্য রবার্ট ক্লাইব ও জল যুদ্ধের জন্য ওয়াটসন সাহেব সেনাপতি হইয়া আসিলেন। তাঁহারা কলিকাতায় পৌঁছিয়া

মুসলমানগণকে দূর করিলেন,—এবং পুনরায় কলিকাতায় ইংরেজ আধিপত্য সংস্থাপন করিলেন। ক্লাইবের বিশেষ বিবরণ এ স্থলে বলার আবশ্যকতা নাই,—কারণ তাহার বিষয় ইতিহাসে সুবিস্তৃত রূপে লিখিত আছে। তিনি বাঙ্গালায় আসিয়া প্রথমে চন্দন নগরের ফরাসীগণকে পরাভূত করিলেন,—তৎপরে সসৈন্যে মুরসিদাবাদের দিকে যাত্রা করিলেন। পলাসী নামক স্থানে নবাব সিরাজদ্দৌলার সৈন্যে ও ইংরেজ সৈন্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল,—নবাব সেনাপতি মিরজাফর ইংরেজদিগের দলে যোগ প্রদান করায় সিরাজদ্দৌলা পরাভূত হইলেন। তিনি কয়েকজন সহচর সমবিভ্যাহারে মুরসিদাবাদের দিকে পলায়ন করিলেন,—তৎপরে তিনি যে রূপে হত হয়েন তাহারও উল্লেখ এ স্থলে প্রদানের আবশ্যকতা নাই।

পলাশীর যুদ্ধের পর কলিকাতার উন্নতি আরও বৃদ্ধি হইল। পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ইংরেজগণই একরূপ বাঙ্গালার অধিপতি হইলেন,—সুতরাং কলিকাতাও বাঙ্গালা দেশের মধ্যে প্রধান নগরে পরিণত হইল। এই সময়ে ক্লাইব বাঙ্গালার গভর্ণর নিযুক্ত হইলেন।—নামে নবাব মিরজাফর মুরসিদাবাদে রাজত্ব করিতেছিলেন। মিরজাফর ক্লাইবকে কলিকাতা চতুষ্পার্শস্থ সমস্ত জমিদারি দান করিয়াছিলেন,—এই জমিদারিতে বৎসরে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা আয় হইত।

মিরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া ইংরেজগণ মিরকাসিমকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইলেন। এই সময়ে ক্লাইব বিলাত গিয়াছিলেন,—তাহার প্রস্থানের পর ইংরেজগণ নিজ নিজ স্বার্থে অন্ধ হইয়া বাঙ্গালা দেশের নানা রূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, অর্থ উপার্জ্জনের জন্য তাহারা সকল কাজই করিতেছিলেন,—কোম্পানির স্বার্থের দিকে দৃষ্টি ছিলনা। এই সকল গোলযোগ দূর করিবার জন্য কর্তৃপক্ষায়গণ বিলাত হইতে ক্লাইবকে আবার বাঙ্গালার গভর্ণর করিয়া পাঠাইলেন।—ক্লাইব আসিয়া মিরকাসিমকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন

দিল্লির বাদসা তাহাকেই বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত করিলেন,—ক্লাইব ইংরেজকর্ম্মচারিদিগের অত্যাচার ও নিবারণ করিলেন,—তদবধি কলিকাতা বাঙ্গালা দেশের রাজধানী হইল।

আজ আমরা যে কলিকাতা দেখিয়া নয়ন চরিতার্থ করি,—ও সময়ে কলিকাতা এরূপ ছিল না,—তখন কলিকাতায় জলের কল ছিলনা, গ্যাসের আলোও ছিল না, তদ্‌পরিবর্ত্তে মশা ও দুর্গন্ধ ছিল। কলিকাতায় মিউনিসিপালিটী হওয়ার পর হইতে দিন দিন কলিকাতার উন্নতি হইতেছে। মিউনিসিপালিটী হওয়া পর্য্যন্ত কলিকাতায় জলের কল, গ্যাসের আলো, ড্রেণ প্রভৃতি হইয়াছে। অনেক বড় বড় ভাল ভাল সুদৃশ্য বাড়ী হইয়াছে।—কলিকাতায় স্বাস্থ্য উন্নতি করিবার জন্য তদব[illegible] প্রাণপন চেষ্টা হইতেছে।—

সেই সময়ে অট্টালিকার মধ্যে কেবল লাট সাহেবের বাড়ীই উল্লেখ যোগ্য। এই বাড়ী মুরসিদাবাদের নবাব বাড়ীর অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মনুমেণ্ট, হাইকোর্ট, রাইটার্স বিলডিং,—মিউনিসিপাল বাজার প্রভৃতি দর্শন যোগ্য সমস্ত বাটীই সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাহাহউক, কলিকাতার এই বাল্যবস্থা বলিলে অন্যায় হইবে না,—ইহার এখনও দিন দিন শত প্রকার উন্নতি সাধিত হইতেছে,—আমরা আশা করিতে পারি যে, সময়ে কলিকাতা দ্বিতীয় লণ্ডন হইয়া উঠিবে।—

এই ভারতের প্রধান নগরে দর্শন যোগ্য যে সকল বিষয় আছে সমস্তেরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা এই পুস্তকে লিখিয়াছি,—যাঁহারা পল্লিগ্রাম হইতে কলিকাতা দেখিতে আইসেন,—তাঁহারা অনেক সময়ে কলিকাতার অনেক বিষয় কোথায় কি দর্শন যোগ্য আছে তাহা জানিতে না পারিয়া দেখিতে পান না। আমরা আশা করি,—আমাদের এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহাদের সে অভাব দূর হইবে। পল্লিগ্রাম বালকদিগের এই পুস্তকের দ্বারা বিন্দুমাত্র উপকার দর্শিলেই আমাদের সকল পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।

কলিকাতা-দর্শক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা মহানগরী
বা
কলিকাতার সহর।

—*—

এক্ষণে যে সহরে আমরা বাস করিতেছি, এই সহরের নাম কলিকাতা। ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে এই স্থান নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ও বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এই স্থানে তখন সর্প, ব্যাঘ্র ইত্যাদি হিংস্র জন্তুগণ বাস করিত। পূর্ব্ব দিকের বাদার বিলের জল বর্ত্তমান গড়ের মাঠ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া, এই গঙ্গায় পতিত হইত। এই কলিকাতার দক্ষিণ দিকের পঞ্চাশ ক্রোশ দূরস্থিত সাগর ও তত্তীরবর্ত্তী সুন্দর বনের প্রতাপে তখন এখানে লোকে বাস করিতে পারিত না ও তজ্জন্য বাসিন্দা লোকের সংখ্যাও এখানে অতিশয় অল্প মাত্র ছিল। এক্ষণে যে স্থান 'গড়ের মাঠ' বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তখন ইহাতে অতিশয় জঙ্গল ছিল এবং এই জঙ্গলে অনেকানেক দস্যুগণেরও বাস ছিল। এই দস্যুদিগের অত্যাচার ভয়ে এই স্থানে কেহই গতায়াত করিতে পারিত না; এমন কি, সাহসও করিত না। কদাপি, কাহারও এখানে গতায়াতের আবশ্যক হইলে, পাল্কী

ভাড়া অধিক, অর্থাৎ একের স্থানে দেড়া বা দ্বিগুণ বা তদধিক দিয়া বেহারাগণকে রাজী করিতে হইত। অপর, কেহই এই স্থান পার হইয়া যাতায়াত করিতে সম্মত হইত না।

বর্ত্তমান কলিকাতার দক্ষিণাংশে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। তথায় তখন আন্দাজ ৪। ৫ চারি বা পাঁচ হাজার লোকের বাস ছিল। সেই গ্রামের নাম গড়-গোবিন্দপুর ছিল। ইহারই দক্ষিণ দিকে কালী-ঘাট তখনও ছিল, এখনও আছে। এই কালীঘাট তীর্থদর্শন করিবার জন্য, এখান দিয়া তখন লোকের যাতায়াতের আবশ্যক হইত। এই সহরে দর্শন-যোগ্য অনেক জিনিষ আছে। তন্মধ্যে, গড়ের মাঠ ইত্যাদি কয়েকটি এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল ;—

গড়ের মাঠ। সেই নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ স্থান, এখন নবদুর্ব্বাদল-মণ্ডিত, বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ, সুশোভন ক্ষেত্র, অতি মনোরম্য বিহার ক্ষেত্র গড়ের মাঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহারই মধ্যে মধ্যে ভারত-বিজেতা বৃটীশ বীরগণের প্রতিমূর্ত্তি সকল বিরাজ করিতেছে।

ঘোড়দৌড়ের মাঠ। গড়ের মাঠের সর্ব্ব দক্ষিণে ও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাংশে গোলাকৃতি, বেড়া দেওয়া, বহুদূর বিস্তৃত ঘোড়দৌড়ের ময়-দান আছে। এই স্থানে প্রতি বর্ষে শীত কালে ঘোড়দৌড় হয়। ইহার নিকটেই প্রেসিডেন্সী জেল। এই জেলের ভিতর দেওয়ানী আদালতের বিচারানুসারে ঋণী হইয়া, ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম এবং ফৌজদারী আদালতের বিচার মতে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া, দণ্ডাজ্ঞা পালন জন্য বহুসংখ্যক ব্যক্তি কয়েদী হইয়া বাস করিতেছে।

ইডেন গার্ডেন। গড়ের মাঠের সর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে গঙ্গার ধারে দুর্গ বা কেল্লা আছে। ইহারই ঠিক্ সম্মুখে অর্থাৎ নিক উত্তরাংশে ইডেন গার্ডেন নামক একটি অত্যুৎকৃষ্ট বাগিচা আছে। এই বাগানে বহুবিধ রকমের বৃক্ষ লতা সকল শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া, রোপিত ও সুসজ্জিত হইয়া, অতি মনোলোভা শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

স্থানে স্থানে পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ ও নিম্ন ভূমি সকল নবদূর্ব্বাদল-মণ্ডিত হইয়া, এক অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। ইহারই মাঝে মাঝে মানবগণের পরিভ্রমণের নিমিত্ত অতি পরিস্কৃত সুন্দর রাস্তা নির্ম্মিত রহিয়াছে। এই স্থানে অধিকাংশ ইংরাজ এবং বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী ইত্যাদি ধনী লোক প্রায় সর্ব্বদাই হাওয়া খাইতে বেড়াইতে যান।

কেল্লার ব্যাণ্ড্। সময়ে সময়ে বৈকাল বেলা ও সন্ধ্যার সময় কেল্লার ব্যাণ্ড (Band) অর্থাৎ সুসজ্জিত সুবেশধারী ১২। ২৪। ৫০ বা ১০০ এক শত জন একত্র সম্মিলিত এক দল ইংরাজ সৈন্য (যাহারা যুদ্ধের সময় রণবাদ্য করিয়া, সৈন্যগণকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করে) ভিন্ন ভিন্ন ইংরাজী বাদ্যযন্ত্র সকল নিজ নিজ হস্তে ধারণ-পূর্ব্বক একজন বাদ্যবিষয়ক বিদ্যায় উত্তমরূপে সুশিক্ষিত ও উপযুক্ত ব্যাণ্ড মাষ্টার (Band-master) বা তাহাদের দলপতির সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দিকস্থ সম্মুখস্থিত দুর্গ বা কেল্লা হইতে এই স্থানে আসিয়া, দণ্ডায়মান হইয়া, বিশুদ্ধ তাল, মান ও লয়ের সহিত, ইংরাজ প্রণালীতে ইংরাজি গৎ সকল আন্দাজ দুই তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত সুমধুর স্বরে একতান লয়ে এরূপ মিষ্টতার সহিত বাজায় যে, দেখিলে ও শুনিলে, দর্শক বা শ্রোতার চক্ষুঃকর্ণ সুশীতল ও মনঃপ্রাণ প্রফুল্লিত হয়; এমন কি, ভীষণ চিন্তায় চিন্তাকুল ও আত্মীয় স্বজন শোকে শোকার্ত্ত ব্যক্তিদেরও হৃদয় হইতে সে সময় শোক তাপ ও দুশ্চিন্তা সকল একেবারে কোথায় চলিয়া যায় এবং তাহাদের মন এক অপূর্ব্ব আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হয়।

এই স্থানে সাধারণতঃ কয়েকটি গ্যাসের আলোক আছে; ইহারা সমস্ত রাত্রি প্রজ্বলিত থাকিয়া যথেষ্ট আলোক ত প্রদান করেই, তৎসওয়ায়, দিবাভাগের অত্যুজ্জল সূর্য্যালোকের ন্যায় আরও কয়েকটি সমুজ্জল ইলেক্ট্রিক লাইটও আছে। ইহারা রাত্রি আন্দাজ নয়টা বাজে নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত থাকিয়া, প্রায় দিনমানের ন্যায়

আলোক দান করে। ইহাদের আলোকের এতদূর উজ্জ্বলতা যে, প্রত্যেকটির আলোক এক মাইল পর্য্যন্ত দূরস্থিত স্থান সকলকে আলোকিত করে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ স্থানে ইহার আর অধিক বর্ণনার আবশ্যকতা নাই; সময় পাইলে, বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইবে।

মন্যুমেণ্ট। এই গড়ের মাঠের উত্তরাংশে এক স্থানে একটি মন্যুমেণ্ট আছে। ইহার নাম অক্‌টর্লনি। ইহার অত্যুচ্চ স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার উচ্চতা ১১০ এক শত দশ হস্ত পরিমাণ। ইহার সর্ব্ব উচ্চ উচ্চস্থানে উঠিলে, ইহা হইতে প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরস্থিত পশ্চিম দিকের গঙ্গাকে যেন ইহার নিম্ন পদতলে রহিয়াছে, এবং ইহা হইতে পড়িলে যেন এই গঙ্গাজলেই পতিত হইতে হইবে বলিয়া বোধ হয়। চতুর্দ্দিকের সকল স্থান, সহরের সমস্ত অট্টালিকা ইত্যাদি বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়।

কেল্লা। এই গড়ের মাঠের সর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম অংশে গঙ্গার ধারে ইংরাজগণ দুই কোটী টাকা ব্যয়ে "ফোর্ট উইলিয়াম" (Fort William in Bengal) নামক একটি দুর্গ বা কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কেল্লাটির আটটি কোণ আছে। কলিকাতার দিকে ত্রিভুজাকারে যে পাঁচটি বাহু আছে, তাহা সমভাবেই আছে। এবং নদী বা গঙ্গাতীরের দিকে যে তিনটি বাহু আছে, তাহা অবস্থানুসারে বিষম হইয়াছে। ইহার তুল্য সুগঠিত কেল্লা ভারতের মধ্যে আর কোন স্থানেই নাই। কিন্তু নদীতীর যেরূপ সুরক্ষিত, ভূমিভাগ সেরূপ নহে। শত্রু আক্রমণ করিলে রক্ষা করিতে দশ হাজার লোকের আবশ্যক হয়। এতাবৎ লোক থাকিলে, অনায়াসেই যুদ্ধ করা যায়।

গেট্। এই কেল্লাটির ৪ চারিটি গেট বা ফটক, অর্থাৎ প্রবেশের পথ আছে। এই সকল ফটক সুদৃঢ় রূপে খিলানের সহিত

গঠিত। ইহাদের শোভা অতি মনোলোভা। প্রত্যেক ফটকে সশস্ত্র ইংরাজ সৈন্য দিবারাত্র চৌকি বা পাহারা দিতেছে। ভিতরে দিবা ভাগে প্রবেশের নিষেধ নাই। এই সকল গেটের নাম আছে। উত্তর দিকে যে গেট আছে, তাহার নাম কলিকাতা গেট্

পূর্ব্ব দিকের গেটের নাম	...	চৌরঙ্গী গেট
দক্ষিণ দিকের ,, ,,	...	পলাশী ,,
পশ্চিম দিকের ,, ,,	...	সেণ্টজৰ্জ্জ ,,

পয়োনালা। এই কেল্লার চতুর্দ্দিকে নহর বা জল প্রণালী আছে। ইচ্ছামত গঙ্গার জল আনিয়া ইহা পরিপূর্ণ করা যায়।

সৈন্যদল। দেশ রক্ষার জন্য ও প্রজা সাধারণের হিত-সাধন জন্য সুসজ্জিত সশস্ত্র যমদূত সদৃশ এই কেল্লার মধ্যে অসংখ্য অসংখ্য ইংরাজ সৈন্য ও হিন্দুস্থানী সিপাহীদল দলে দলে বিরাজ করিতেছে।

কামান। এই দুর্গের মধ্যে এখন নানা রকমের সংখ্যাতীত কামান, বন্দুক, পিস্তল, ঢাল, তলবার, প্রভৃতি স্থানে স্থানে সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। বারুদ ও নানাবিধ রকমের গোলা ও (বড় ছোট ইত্যাদি) পর্ব্বত সমান স্তূপাকারে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

ব্যার্‌য়াক্‌স্। এই দুর্গ মধ্যে ইংরাজ সৈন্য ও সিপাহীদিগের বাসের নিমিত্ত অতি উৎকৃষ্ট রকমের পাকা গাঁথুনির দুই তিন তল বহুসংখ্যক ব্যার্‌য়াক্ বা ইমারাত সকল নির্ম্মিত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে অস্ত্রাগার আছে। অস্ত্রাগারে অস্ত্র শস্ত্র সকল এরূপ পরিপাটী ভাবে সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে যে, তাহা দর্শন করিবা মাত্র দর্শকের মনঃপ্রাণ ও চক্ষু শীতল হইয়া যায়।

বাজার। কেল্লার মধ্যে বাজার আছে। এই বাজারে সকল রকম মাংস, মৎস্য, আলু, পিঁয়াজ, শাক, তরকারী, চাউল, দাউল, লবণ, তৈল ইত্যাদি প্রায় সমস্ত দ্রব্যই বিক্রীত হইয়া থাকে। এ বাজারে

...দিগের ব্যবহারের উপযোগী হ্যাট, ক্যাপ, কোট প্যান্টলুন ...ল কমফোর্টার, জুতা ইত্যাদির দোকানও আছে। কোন ...নে চুরুটের দোকানও আছে। এই দোকানে নানা প্রকার চুরুট, ...র্জিন তামাক, পাইপ, ম্যাচ্ ইত্যাদি বিক্রীত হয়।

অয়েল ম্যান ষ্টোর্শ বা মনোহারীর দোকানে ছোট শাড়িন ...স্ তেলে ও মাখমে (Preserved) অর্থাৎ রক্ষিত করা বহু-দিন-স্থায়ী ...কণ্টকহীন) শামজ-হ্যাম (Ham) বেকান (Bacon) পনির, মাখন, ...নের ভিতরে মোড়ক করা পেটেট্ মীট্ অর্থাৎ টং, হেরিং স্যামন্ ...বষ্টার, অএষ্টার, আঙ্কোভি পেষ্ট চিংড়ি মৎস্য, ব্লোটাস। English ...getable অর্থাৎ ইংরাজি শাক শব্জি; যথা—গ্রীন্ পীজ, পার্শিপস্, ...টিকট স্ ক্যারট্স্, টার্ণিপস্ গুইস্ দুগ্ধ, মধু, চা, কাফি, সসেজস্, ...অক্সফোর্ড, ও কেম্ব্রিজ নগর হইতে আমদানি) পোর্ক, চিকন্, ...টমেটো, মাসরুম, ওয়ালনাট কিচপ, ওয়ার্সেষ্টার স্বায়ার ইত্যাদি ...স্; মষ্টার্ড বা Mustavd, মল্ট (Mult,) হোয়াইট (White,) ...রেবরি Rasbearry টারাগুণ (Tarragon) ও ক্রষ্ট্যাল (Crystal,) ...নিগার, স্যালাড্ অয়েল (Salad Oil,) অলিভ, কেপার্শ, গুস্‌বেরী, ...স্‌বেরী ষ্ট্রবেরী, প্লম্, গ্রীন্‌গেজ্; রেড ক্যাণ্ট, ব্ল্যাক কার‍্যাণ্ট ও ...ড্যামসান্, চেরি ও এপ্রিকট্ জ্যাম, অরেঞ্জ্ মারমলেড্, র‍্যাস্প্... ...ক, ও রেড্, ক্যরাণ্ট্ জেলি; টার্ট ফ্রুট্স প্লম্, রিউবার, ...চারস, ড্যামসান্, গৃণগেজ, রেড্ ক্যারাণ্ট্ ব্ল্যাক কারেণ্ট্ ... এপ্রিকট্, পেপর্মিণ্ট, আমাণ্ড, ক্যারাওয়ে ও স্কচ্ মিক্শ্চার ...জাঞ্জিস ও কমাফিটস্, অরেঞ্জন, লিমন্, কাফ্স্ ফুট্ ও ভ্যাজিন্ ...লিস; ইংরাজি ফল্ অর্থাৎ ব্ল্যাক ক্যারণ্ট, রেড্ কারাণ্ট্, ...ইভ্যাস ও লিমন ইত্যাদি সিরাপ;—রোজস্ লাইম্ লাইম-জুস্ ...ডিয়ান; ফ্রেঞ্চ সিরাপ;—ফল সকল যথা—ক্রষ্ট্যালাইজ্‌ড্ ...জার্ট ফুরুটস, ফ্রেঞ্চ পুরুন্স, প্লম, ম্যাস্কেট্যাল্ রোজিজুস্

ামাণ্ডস্ বা বাদাম, রেজিন্স বা মনেক্কা, কিশমিশ, টার্কি ফিগস, রডন আমাণ্ডস্, নরম্যাণ্ডি পিপিন্স, ক্যান্টি কারাণ্ট, আপেল চপ্স; আমেরিকা দেশস্থ ফল আচার করা;—এপ্রিকট্স, রা রি, ষ্ট্রবেরি, চেরি, বার্টালট্ পেয়ারা, গ্রীন্‌গেজ, গ্রেপ্স অর্থাৎ াক্ষা, আঙ্গুর, পিচফল, ও আপেল; চীনদেশস্থ আচার—জিঞ্জার ও চাচো। (Tarinacion Toods) অর্থাৎ ময়দা বা তদ্রূপ দ্রব্য বিশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য;—করন্ ফ্লোর, রবিন্সন্স্ পেটেণ্ট বার্‌লি, টেপিওকা Oat Tluar অর্থাৎ জই বা যবের ময়দা,—পার্‌ল্, বার্‌লি, পার্ল াগু, য্যারারোট, গিলেটাইন, বেকিং পাউডার, ম্যাকারণি, ভার্মি- সেলি, ইত্যাদি; লোফ্ স্যুগার, অর্থাৎ বিলাতি চিনি; টেবিল শল্ট অর্থাৎ লবণ, মিক্সড, পিক্যালিলি, ঘার্কিন, কলিফ্লাউয়ার অর্থাৎ ফুলকপি, ওয়ালনাট্ রেড্ ক্যাবেজ ও ওনিয়ান অর্থাৎ পিয়াজের পিকিল।

লবণাক্ত বিষ্‌কুট যথা;—কাপ্তেন, য্যাবার্নেথি, ইউজীন, আলবার্ট, পিক্‌নিক্, লঞ্চ, কেবিন, সোডা, য্যারেরুট, মিল্ক, নেপোলি- য়ান্, পার্ল্, ওয়াটার, ফিঙ্গার, অসবোর্ণ ও মেরী ইত্যাদি।

মিঠা বিষ্‌কুট যথা;—ক্র্যাকনেল, কোকোনাট, ডেজার্ট ইট্যালিয়ান্ ফিঙ্গার (শিশুদিগের জন্য) মিক্সড, ব্যাটাবিয়ান, জিঞ্জানাট, ভিক্টোরিয়া, স্পোঞ্জরাস্ক, পিপ্রস্ মিক্সড, এস্পেশিয়্যাল জুলজিক্যাল ইত্যাদি।

দেশী জাম বা আচার যথা;—আম (Mango,) আনারস (Pine Apple,) নেবু (Lime,) বেল, তেঁতুল (Qamarind,) টেপারি ইত্যাদি।

দেশী জেলি। পেয়ারা (Guava), আম, করঞ্চা, পাটিয়া ইত্যাদি। বোম্বাই, মুলতান, লাক্ষ্ণৌ, ও কলিকাতার তৈয়ারি আম, পিয়ারা ইত্যাদির চাটনি।

সাবান যথা—নানা প্রকার উইও,শায় ও বার্ সোপ।

ঝাল মসলা। হরিদ্রা, মরিচ, লঙ্কা, আদা, লশুন, ধনিয়া তেজপত্র, জীরা, ইত্যাদি সমস্ত জিনিষ বিক্রয় হয়।

কলিকাতার চতুঃসীমা। বর্ত্তমান কলিকাতা এই চতুঃসীমার মধ্যে অবস্থিত; যথা—ইহার উত্তরাংশে Marhatta Dicth ব মহারাষ্ট্রীয় খাত, অথবা বাগবাজারের বর্ত্তমান খালের কিঞ্চিৎ উত্তরে ঐ স্থানের সরকারী দাতব্য হাঁস্পাতালের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে; দক্ষিণে কেশেবাগান, ভবানীপুর, Tolly's Nallah টালিস নালা অথবা আদি গঙ্গার খাল, পূর্ব্বে গৌরীবেড়ে, বাহির সিমুলা, শিয়ালদহ ও পুরাণগড় ও পশ্চিম দিকে গঙ্গা ভাগীরথী বা হুগলী নদী।

কলিকাতার নাম। প্রবাদ আছে যেই, য়োরোপ প্রদেশ হইতে কোন ইংরাজ আসিয়া বর্ত্তমান কেল্লার নিকটস্থ কোন এক স্থানে জাহাজ হইতে নামিয়া কিনারায় উঠিয়াছিল। সেই স্থানে সেই সময়ে (যে সময়ে ইংরাজ বা ইংরাজি ভাষা কাহাকে বলে, এখনকার লোকে তাহা জানিত না) কোন লোক ঘাস কাটিতেছিল। এমন সময়ে সেই ইংরাজ আসিয়া, তাহাকে ইংরাজি ভাষায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, এই দেশের নাম কি? তাহার ইংরাজী ভাষার প্রকৃত অর্থ সে ব্যক্তি বুঝিতে না পারিয়া, মনে করিয়াছিল যে, সাহেব বুঝি এই ঘাস কবে কাটিয়াছি, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছে, এই ভাবিয়া সে উত্তর করিয়াছিল যে, কাল কাটিয়াছি। আমাদের অনুমান এ কথার মূল নাই। তাহাতে সেই পর্য্যন্তই এই সহরের নাম "কলিকাতা" হইয়াছে। এই সহরের পূর্ব্বে কালীঘাট নামক স্থান ও তন্নিকটস্থ স্থানে যে গ্রাম খানি ছিল, কেবল তাহারই নাম কালীকাস্থা বলিয়া ছিল। এক্ষণে অপভ্রংশ ভাষায় কলিকাতা হইয়াছে।

কয় ভাগে বিভক্ত। এই সহর কলিকাতা, প্রথমে তিনটি গ্রামে বিভক্ত ছিল; যথা—কলিকাতা, গড়-গোবিন্দপুর, ও সুতানুটী

গ্রাম। ইংরাজাধিকারের পর, উপরোক্ত তিনটি গ্রাম সংযুক্ত বা একত্রিত হইয়া সহর কলিকাতা নাম ধারণ করিয়াছে।

অতঃপর এই সহর কলিকাতা দুই অংশে বিভক্ত যথা ;—উত্তর ও দক্ষিণ। শিয়ালদার ইষ্টার্ণবেঙ্গল—ষ্টেট্ রেইলওএ ষ্টেশানের পশ্চিমদিকে যে গেট্ বা লোক জন, গাড়ী, ঘোড়া, ইত্যাদির গতায়াতের নিমিত্ত যে ফটক অথবা দরজা আছে, সেই দরজা বা ফটকের ঠিক্ সম্মুখে যে পূর্ব্ব পশ্চিমে যে বড় অর্থাৎ চৌড়া রাস্তা আছে, সেই রাস্তাটির নাম বৌবাজার ষ্ট্রীট্। ইহার স্থরু পূর্ব্ব উক্ত ষ্টেশন হইতে পশ্চিম দিকে বরাবর সিধা আসিয়া পুলিস আদালতের পূর্ব্ব-উত্তর কোণে বা পূর্ব্ব দিকে, যে সদর রাস্তা উত্তর দিক্ হইতে আসিয়া এই স্থানে শেষ হইয়াছে, সেই রাস্তার নাম চিৎপুর রোড। ইহার উত্তর দিকের রাস্তাকে উত্তর বা অপর চিৎপুর রোড, ও দক্ষিণের এই শেষ সীমা ও এই সেই স্থান বা যাহাকে দক্ষিণ বা লোয়ার চিৎপুর রোড বলে। ইহারই দক্ষিণ শেষ ভাগ আসিয়া যে খানে এই বৌবাজারের রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে, এই পর্য্যন্ত বৌবাজার ষ্ট্রীটের শেষ সীমা এবং এই বৌবাজার ষ্ট্রীটের শেষ সীমা হইতে কাষ্টাম হাউস বা পোর্ম্মিট হাউস পর্য্যন্ত, অথবা উক্ত পুলিস আদালতের দক্ষিণ দিকে বা নিজ সম্মুখে পূর্ব্ব পশ্চিমে যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার নাম লালবাজার ষ্ট্রীট। এই ষ্ট্রীট্ পার হইয়া কাষ্টম হাউস পর্য্যন্ত ঐ বৌবাজারের সিধারাস্তা লালবাজার ষ্ট্রীটের সহিত মিলিত হইয়া কাষ্টাম হাউস পর্য্যন্ত আসিয়াই এই স্থানে শেষ হইয়াছে। কাষ্টম হাউস না ভাঙ্গিলে, গঙ্গার কিনারা পর্য্যন্ত যাইবার আর সরল পথ নাই এবং এই কাষ্টাম হাউসের মধ্য দিয়া গঙ্গার ধারে জলের কিনারা পর্য্যন্ত একটি সরল রেখা বা সোজা লাইন কাটিয়া রাস্তা করিলে, উক্ত শিয়ালদার রেইলওএ ষ্টেশন হইতে গঙ্গার

জলের কিনারা পর্য্যন্ত একটি উত্তম সরল রাস্তা হয়। এক্ষণে এই রাস্তাই সহর কলিকাতার মধ্যে স্থলে পড়িয়া এই সহর কলিকাতাকে দ্বিখণ্ড করিয়াছে। ইহার উত্তর খণ্ডকে উত্তরাংশ বা Northern Division ও দক্ষিণ খণ্ডকে দক্ষিণাংশ বা Southern Division বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এই দক্ষিণ খণ্ডে ইংরাজ লোকের বাস ও উত্তর খণ্ডে বাঙ্গালি ইত্যাদি লোকের বাস।

দক্ষিণ দিকস্থ লালদিঘীকে বামে অর্থাৎ ও উত্তর দিকস্থ নিউ রাইটাস্ বিলিডংকে ডাইণে রাখিয়া বরাবর বা ঠিক্ সোজাসুজী বর্ত্তমান কলিকাতার সহরের আকার এইরূপ। (কলিকাতার মানচিত্র দেখ) ইহার উত্তর হইতে দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত বৃটীশ মাইলে ৪ মাইল ও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত চৌড়া প্রায় ২ মাইল। *

এই সহর কলিকাতার মধ্যে উত্তরাংশে ২৭৫ টি ও দক্ষিণাংশে ১৯৪ টী একুনে ৪৬৯ টী গলি ও সদর রাস্তা আছে ; তন্মধ্যে, উত্তর দক্ষিণ ৬ টি ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৭ টি প্রধান প্রধান সদর বা বড় রাস্তা আছে।

বর্ত্তমান কলিকাতা সহরের লোক সংখ্যা প্রায় ৪ চারি লক্ষ।

বিদেশীয় লোক। এই সহরে বিদেশীয় অর্থাৎ ইটালি জার্ম্মাণি, আফ্রিকা, আমেরিকা, রুসিয়া, প্রুসিয়া, রোম, গ্রীস্, আরব, অষ্ট্রিয়া, চীন, ফ্রেঞ্চ, যেরুজুলাম, ইংলণ্ড, নেপাল, ভুটান, কাবুল, মুলতান পেশোয়ার, লাহোর, তুর্কি, কেরো আফ্গানিস্থান, বর্ম্মা, আসাম, ম্যাস্রা, গুজরাট, ইত্যাদি নানা দেশের ভিন্ন

---

* কিন্তু বর্ত্তমান সহর কলিকাতা, কয়েকটি কারণ বশতঃ ইংরাজেরা ৬ মাইল বা ৩ ক্রোশ দীর্ঘ ও ১॥ দেড় মাইল বিস্তৃত স্থানকে কলিকাতা বলা হয়।

ভিন্ন ভাষী, ভিন্ন ভিন্ন দেশী, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকগণ আসিয়া ব্যবসায় বাণিজ্যাদি ও চাকরী অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছে।

লক্ষ লক্ষ লোক এই সহরে প্রত্যহ আসিতেছে ও এখান হইতে বহির্গমন করিতেছে।

মাল পত্রের আমদানি ও রপ্তানি। এই কলিকাতার পূর্ব্ব সীমানায় শিয়ালদায় ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ও ইহার পশ্চিমে গঙ্গাপারে হাবড়ায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলগাড়ীতে ও ইহার উত্তর এবং দক্ষিণ দিকস্থ দুই খাল ও গঙ্গা দিয়া নৌকা সকল বোঝাই হইয়া মফস্বল হইতে প্রায় ৭।৮ সাত আট লক্ষ টাকার দ্রব্য এই কলিকাতা সহরে প্রত্যহ আসিতেছে। কিন্তু আসিবা মাত্র যে কোন্ স্থানে প্রবেশ করে, তাহার কিছুই জানা যায় না।

আবার উপরোক্ত রেল গাড়ীতে ও নৌকাতে মফস্বলে প্রত্যহ প্রায় ৫। ৬ পাঁচ ছয় লক্ষ টাকার দ্রব্য বাহির হইয়া যাইতেছে।

প্রত্যহ সমুদ্র-যোগে প্রায় ৬ লক্ষ টাকার দ্রব্য এখানে আমদানি হইতেছে ও প্রায় ৮ লক্ষ টাকার দ্রব্য জাহাজে রপ্তানি হইতেছে। এই কলিকাতার ন্যায় বাণিজ্য ব্যবসায়ের স্থান বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর মধ্যে আর কোন স্থানে নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না; কারণ, পৃথিবীস্থ প্রায় সমস্ত দেশ মহাদেশ হইতে নানাবিধ রকমের দ্রব্যাদি এখানে আসিতেছে এবং প্রায়ই আসিবামাত্রই বিক্রীত হইতেছে। বিক্রীত হইয়া নানা দেশে নানা স্থানে এই সকল দ্রব্যাদি প্রেরিত হইতেছে; কিন্তু তথাচ, ঈশ্বর কৃপায় আবার সেই সমস্ত মাল পত্রে কলিকাতা সহর পরিপূর্ণ। অথচ নিজ সহরে কোন জিনিষ উৎপন্ন হয় না। এখানে চাষা নাই। চাষের উপযুক্ত ভূমি জমি বা স্থানও নাই।

অট্টালিকা। এখানে, অর্থাৎ এই কলিকাতা সহরের বড় বড় অট্টালিকা, রাজ-প্রাসাদ ইত্যাদি; যথা:—হাইকোর্ট, টাউনহল, কাইন্যান্‌স্থাল আফিসের বিল্‌ডিং, গভর্ণমেন্ট হাউস্‌, দেশীয় রাজবাটী ইত্যাদি ইমারত সকলে পরিপূর্ণ।

হাইকোর্ট বিল্‌ডিং। পূর্ব্বোক্ত গড়ের মাঠের নিজ উত্তরাংশে এই হাইকোর্ট বিল্‌ডিং ইংরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে।

বড় আদালত বা হাইকোর্ট বিল্‌ডিং কলিকাতার মধ্যে।

পূর্ব্বোক্ত গড়ের মাঠের নিজ উত্তরাংশে বিশ বা বাইশ হস্ত বিস্তৃত একটি রাজপথ আছে। এই রাজপথের নাম "এসপ্ল্যানড ওএষ্ট"। ইহার সুরু পশ্চিম গঙ্গারতীরস্থ চাঁদ পালের ঘাট (এখন এই ঘাটের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই, যে বাঁধাঘাট চিহ্ন স্বরূপ ছিল, অল্পদিনগত হইল, ইংরেজেরা তাহাও ভূমিসাৎ করিয়াছেন) ইহার গাত্রে দক্ষিণ দিকে গঙ্গার তীরে বাবুঘাট বা বাবু রাজচন্দ্র দাসের ঘাট, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত এখনও বর্ত্তমান আছে) হইতে পূর্ব্ব দিকে গভর্ণমেণ্ট হাউসের পশ্চিম দক্ষিণস্থ গেট ভেদ করিয়া পূর্ব্ব দক্ষিণস্থ গেট্‌ পর্য্যন্ত ইহার শেষ সীমা।

এই এসপ্ল্যানেড্‌ ওএষ্ট নামক রাজপথের উত্তরাংশে মনুষ্য চলিবার নিমিত্ত পাঁচ ছয় হাত চৌড়া ফুট্‌পাথ নামক রাস্তা আছে। এই ফুট্‌পাথের উত্তর দিকের শেষভাগে তিন, চারিতলা উচ্চ ও নম্বরস্থ অতিশয় প্রকাণ্ড ইমারৎ বা বাটীই ১ কলিকাতা হাইকোর্ট বিল্ডিং ইংরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে গঙ্গার অপর অর্থাৎ পশ্চিম পারে শিবপুরের ঘাটে উঠিতে হইলে, এই চাঁদপাল নামক ঘাটে খেয়া পারের নিমিত্ত নৌকায় উঠিতে হয়। এই ঘাট হইতে পূর্ব্বদিকে আন্দাজ ১৫০

দেড় শত কদম পরেই (১) এই হাইকোর্ট বিল্ডিং আছে। ইহার পূর্ব্ব দিকে এক্সা বিল্‌ডিং নামক একটি রাজপথ আছে। এই রাজপথের পূর্ব্বাংশে অপর এক এক্সা বিল্‌ডিং নামক একটি ইমারৎ বা বাটী (২)। এই বাটীর গায়ের পূর্ব্বাংশে টাউন হল (৩)। এই টাউন হলের গায়ে পূর্ব্বাংশে ফাইন্যান্‌শ্যাল্ ডিপার্টমেন্ট (৪) বা রাজস্ব বিষয়ক পৃথক্ দপ্তর বা আফিস-বিল্‌ডিং। * এই বিল্‌ডিংএর পূর্ব্বাংশে একটি রাজপথ; ইহার নাম গভর্ণমেন্ট-প্লেস ওএষ্ট্ (দক্ষিণ)। এই রাস্তার পূর্ব্ব দিকেই গভর্ণমেন্ট হাউস বা রাজপ্রাসাদ।

আন্দাজ ৩০০ তিন শত হাত লম্বা ও ২০০ দুই শত হাত চৌড়া বা দশ বিঘা জমির উপর এই হাইকোর্ট-বিল্‌ডিং নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই প্রকাণ্ড ইমারতে হাইকোর্ট-বিল্‌ডিং অতীব সুন্দর ও পরিপাটীরূপে এঞ্জিনিয়ারিং বা স্থপতি বিদ্যার দ্বারা সুকৌশল যুক্ত নির্ম্মিত খিলান সকলের উপর প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য বা কৌশল দেখিলে, চমৎকৃত ও বিস্মিত হইতে হয়। ইহার শোভাও অতি মনোলোভা।

ইহার দক্ষিণ অর্থাৎ গড়ের মাঠের দিকে, পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব সীমা আন্দাজ তিন শত হাত লম্বা। সুরু হইতে আন্দাজ ৬০ ষাট হাতের পর, ১০০ এক শত হাতের মধ্যে পাথরের ১২ বারটা থামের উপর ১১ এগারটা খিলান। ১+৩ যুক্ত চারি দিকে চারিটা গোল থামে ইহার এক একটি থাম। এই থামের উপরি ভাগে বা কার্ণিসের নিম্ন ভাগে আন্দাজ এক হাত বিস্তৃত চতুর্দ্দিকে, লতা পাতা ও পুষ্পের সহিত মানুষের ও আর আর জীবের মুখ ইত্যাদির আকৃতি এরূপ সুন্দর ও উৎকৃষ্ট ভাবে খোদিত হইয়াছে যে, স্বয়ং না দেখিলে, মনের ক্ষোভ মিটান যায় না, কিম্বা চক্ষের সার্থকতা লাভও হয় না।

* ১, ২, ৩, ৪, এই চারিটি ইমারতই এস্‌প্ল্যানেড-ওএষ্ট নামক রাজপথের উত্তরাংশে স্থাপিত।

ইহার পর, ২৫ হাতের মধ্যে খিলান যুক্ত অতীব শোভাশালী একটি ফটক কেবল মনুষ্য প্রবেশের পথ। এই পথ দিয়া ভিতরে প্রবেশ মাত্র অতি শোভাশালী একটি সিঁড়ি আছে। এই সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিতে হয়। এই পথের পর, ১০০ শত হাতের মধ্যে পুনরায় ঐরূপ ১২টি থামের উপর ১১টা খিলান। এই খিলানের পর, ২০ বিশ হাত পর্য্যন্ত ইহার শেষ সীমা। (এই স্থানে ৩ উপরের পারায় "যুক্ত চারি দিকে চারিটা" গোল থামে সন্নিবেশিত হইবে।)

এই হাইকোর্ট বিল্ডিংএর পূর্ব্ব দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ হইতে উত্তরস্থ সীমা পর্য্যন্ত আন্দাজ ২০০ দুই শত হাত চৌড়া। ইহার সুরু হইতে অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ হইতে আন্দাজ ৩০ হাতের পর ৮ আট হাতের মধ্যে শিল্প-কার্য্যে সুশোভিত একটি ছোট সাইজের দরজা আছে। ইহাতে অপরের প্রবেশ নিষেধ; কেবল এই দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া, এই আদালতের ইংরাজি বিদ্যায় ভূষিত অথবা পণ্ডিতাগ্রগণ্য সুবিজ্ঞ সুবিচারক মহামান্য বিচারপতিগণ, সিঁড়ি সকল অবলম্বন-পূর্ব্বক উপরে অর্থাৎ দোতলায় উঠিয়া, নিজ নিজ বিচারাসন গ্রহণকরিয়া, প্রাত্যহিক বিচার কার্য্য নিষ্পন্ন করেন।

উক্ত ত্রিশ হাতের পর, আন্দাজ ১৭০ এক শত সোত্তর হাতের মধ্যে মনুষ্য, গরু, গাড়ী, ঘোড়া ইত্যাদির যাতায়াতের নিমিত্ত পর পর তিনটি গেট্ আছে।

এই গেট্ পার হইয়া, একটি প্রকাণ্ড উঠান আছে। এই উঠানের মধ্য ভাগে বাদামের আকৃতির ন্যায় গোলাকার স্থানে কেয়ারি করা সৌন্দর্য্যশালী অতি রমণীয় একটি বাগিচা আছে। এই বাগিচার মধ্য-বিন্দুর স্থানে একটি জলের ফোয়ারা আছে। এই ফোয়ারার চতুর্দ্দিকে একটি ছোট রকমের পুষ্করিণী আছে। বৃষ্টির ধারার ন্যায় অসংখ্য ধারায় এই ফোয়ারা হইতে জল উঠিয়া ইহার চতুঃপার্শ্বস্থ পুষ্করিণীতে পতিত হয়। যখন এই সকল

ধারার উপর সূর্য্যের কিরণ পতিত হয়, তখন ইহা এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে।

এই পুষ্করিণীর চতুঃপার্শ্বে শৃঙ্খলাবদ্ধ নারিকেল, সুপারী ইত্যাদি নানা জাতীয় ফল এবং বেল, জুঁই প্রভৃতি ফুলের বৃক্ষ লতা সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। এই বাগিচার চতুঃপার্শ্বে পরিভ্রমণের নিমিত্ত কেয়ারি করা রাস্তা। এই রাস্তার চতুঃপার্শ্বে স্থানে স্থানে লৌহময় গোল জলস্তম্ভ। এই স্তম্ভে ব্রাস্‌কর্ক লাগান আছে, সেই স্থানটি টিপিলেই ঐ স্তম্ভের মুখ বা ব্রাস্‌কর্ক দিয়া জল নির্গত হয়। যত জল আবশ্যক হয়, ইহা হইতে বাহির করিয়া লওয়া যায়। ইহার চতুঃপার্শ্বে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীবদ্ধ থাম সকলের উপর খিলান। এই খিলান পার হইয়াই (উঠানের চতুঃপার্শ্বেই) আন্দাজ ১০।১২ দশ বার হাত চৌড়া দালান। এই দালানের মেঝেতে বড় বড় মোটা মোটা পাথর সকল বসান আছে। তৎপরেই অর্থাৎ দালান পার হইয়াই বড় বড় ঘর। উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের এই সকল ঘরে রেকার্ড আফিস ইত্যাদি বহুসংখ্যক আফিস আছে। এই সকল আফিসের মধ্যে ১৫ পনর টাকা হইতে ১০০০ হাজার টাকা মাসিক বেতনের বাঙ্গালী বাবুরা ও ইংরাজ ফিরিঙ্গিগণ বসিয়া লেখা পড়ার কার্য্য করিতেছেন।

দেশ বিদেশের বহু লোক, কেহ ডিক্রীর নকল, কেহ আর্জ্জির নকল ইত্যাদি লইতে আসিয়া, ইহার মধ্যে কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বা বসিয়া রহিয়াছে। এইরূপে আরও কত লোক নিজ নিজ কার্য্য উদ্ধারের জন্য পূর্ব্বোক্ত দালানে পাইচারী অর্থাৎ পরিভ্রমণ করিতেছে।

এই হাইকোর্ট বিল্‌ডিংএর পূর্ব্ব দিকেই যুক্ত অর্থাৎ পর প তিনটি গেট্ আছে। ইহার উত্তর দিকের ঘরেতে আফিস তদুত্তরে বাঙ্গালী বাবুদের জল খাইবার ঘর। তদুত্তরে উপরে উঠিব

সিঁড়ি আছে। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ দিকের লাইনে ঘর সকল আছে। ইহার দক্ষিণ দিকের ঘরের ভিতর আসামীগণকে কয়েদ বা আটক করিয়া রাখা হয়। এই সকল আসামীর মধ্যে কেহ হাজতে, কেহ বিচারের নিমিত্ত হাজত হইতে আনীত হইয়াছে। কেহ বা বিচারানুসারে আইনমতে দণ্ডিত হইয়া, দণ্ডাজ্ঞা পালন করিতে, জেলে প্রেরিত হইবার জন্য রক্ষিত হইয়াছে। এই ঘরের দক্ষিণ গায়েই সিঁড়ি। এই সিঁড়ি দিয়া একেবারে উপরের চকের দালানে উঠিতে হয়।

এই চকের দালানে উঠিয়াই বাম দিকে বা দক্ষিণ দিকের চকের দালান পার হইয়াই, পর পর শ্রেণীবদ্ধ ঘর সকল আছে। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই সকল ঘরের ভিতর মহামান্য বিচার পতিগণের বিচারাসন। এই দক্ষিণ দিকের লাইনের শ্রেণীবদ্ধ ঘরের ভিতর হল্যাণ্ড ইত্যাদি কাপড়ের ঝালর-ওয়ালা শ্রেণীবদ্ধ টানাপাখা সকল ঝোলান রহিয়াছে; আবশ্যক মত টানা হয়, শীতকালে বন্ধ থাকে, টানা হয় না; কারণ, এ সময় হাওয়ার আবশ্যক হয় না। তৎপরে, মাঝে মাঝে গ্যাসের আলোর নিমিত্ত শ্রেণীবদ্ধ গ্যাসের পাইপ, অর্থাৎ চোংএর উপরি ভাগে কাচ নির্ম্মিত গোলাকারের গায়ে লতা, পাতা ও ফুল কাটা ঘোব অর্থাৎ ভুম্‌চি সকল বসান আছে, আবশ্যক মতে জ্বালান হইয়া থাকে। এইরূপ পশ্চিম ও উত্তর দিকের ঘর সকল সুসজ্জিত আছে। এই সকল ঘরে আর আর নানা বিষয়ের আফিস আছে। ইহার মধ্যেও বাঙ্গালী বাবু এবং ইংরাজগণও নিজ নিজ স্থানে বসিয়া লেখা পড়ায় ও আর আর কার্য্য সকল সমাধা করিতেছেন।

পূর্ব্ব দিকে উত্তর ও দক্ষিণ এই উভয় সিঁড়ির মধ্য স্থানে উৎকৃষ্ট রূপে সুসজ্জিত একটি অতি বৃহৎ ঘর আছে।

এই ঘরের ভিতর কৌন্সিলগণ বসিয়া বিশ্রাম করেন ও টিফিন অর্থাৎ বেলা দুইটার পর (আমাদের জলযোগের স্বরূপ) জলযোগ বা আহার করিয়া থাকেন; এজন্য, ইহার একটি নাম

ন্সিল-চেম্বার। ইহা সওয়ায়, এই ঘরের মধ্যে নানা দেশের নানা কমের আইনের ও আর আর বিষয়ের বহুসংখ্যক কেতাব সকল থাকে; এজন্য, ইহার আর একটি নাম বার-লাইব্রেরি।

এই হাইকোর্ট বিল্ডিংএর তিন তলায় ও উত্তর দিকের লাইনে শ্রেণীবদ্ধ ঘর সকলও আছে। এই সকল ঘরের ভিতর আফিস সকল আছে। ইংরাজ ও বাঙ্গালী রাইটারগণ পূর্ব্বোক্ত রূপ নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

ইহার উপর ছাদ, তদুপরিভাগে (আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালী-দের মন্দির বা পাঁচ চূড়া রথের ন্যায়) চূড়াযুক্ত গম্বুজ সকল অতি পরিপাটী রকমে নির্ম্মিত হইয়া, সুন্দর শোভায় পরিশোভিত হইয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে দর্শকের নয়ন মন পরিতৃপ্ত হয়।

হাইকোর্টের বিচারপতিগণের বিচার আদালত ঘরের মধ্যে, কোন কোন ঘরের পূর্ব্ব দিকে ও কোন কোন ঘরের পশ্চিম দিকের ভূমি বা মেঝে হইতে (১ বা ১॥) এক বা দেড় ফুট উচ্চ কাষ্ঠ নির্ম্মিত সিংহাসনোপরি কাষ্ঠ নির্ম্মিত অতীব সৌন্দর্য্যশালী কেদারার উপর উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে মহামান্য বিচারপতিগণ উপবেশন করিয়া, বিচার কার্য্য পর্য্যালোচনা করেন।

বিচারপতির সম্মুখে একটি করিয়া কাষ্ঠ নির্ম্মিত চারি পদযুক্ত ডেস্ক আছে। ইহারই উপর লেখা পড়ার নিমিত্ত কেতাব কাগজ ইত্যাদি রক্ষিত থাকে। এই ডেস্কের দক্ষিণে দোয়াত কলম স কলমদান একটি টুলের উপরে থাকে।

এই ডেস্কের সম্মুখে কাষ্ঠ নির্ম্মিত কাটগড়া নামক রেল আছে এই রেলের পরই শ্রেণীবদ্ধ কেদারা সকল রক্ষিত আছে। আদা লতের আমলাগণ অর্থাৎ ক্লার্ক অব্ দি কোর্ট, সেরেস্তাদার ইত্যা লোক, এই সকল কেদারায় উপবেশন করিয়া নিজ নিজ কা সমাধা করেন।

ইহাঁদের সম্মুখে আন্দাজ ১২ হাত লম্বা ও ৪ হাত চে উৎকৃষ্ট রকমের একটি টেবিল অর্থাৎ মেজ আছে। তদুপা আদালতের আমলাগণের লেখা পড়ার নিমিত্ত কেতাব, কাগজ, দোয়াত কলম ইত্যাদি এক দিকে থাকে। টেবিলের অপর দিকে কৌন্সিলগণের বসিবার নিমিত্ত শ্রেণীবদ্ধ কেদারা থাকে।

কৌন্সিলগণ এই সকল কেদারায় বসিয়া থাকেন ও নিজ নিজ ক্লায়েন্টের মোকর্দ্দমার নিমিত্ত অপেক্ষা করেন। যেমন ক্লায়েন্টের নাম ডাক হয়, তৎক্ষণাৎ কৌন্সিলগণ আসন হইতে উঠিয়া দণ্ডায়মান হইয়া, ফরিয়াদীর পক্ষে আর্জ্জি সম্মুখে রাখিয়া, সেই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত মহামান্ত জজ সাহেবকে শুনাইতে আরম্ভ ও শেষ করেন। তৎপরে, আসামীর পক্ষের কৌন্সিলগণ ঐরূপ ক্লায়েন্টের বা মক্কেলের স্থানীয় হইয়া, তাহার জবাব শুনাইতে আরম্ভ ও শেষ করেন। এইরূপে মোকদ্দমা রুজু হইলে পর, প্রথমে ফরিয়াদী ও তাহার সাক্ষিগণের জবানবন্দী বা এজেহার হয়। তৎপরে, আসামীর ও তাহার সাক্ষিগণের জবানবন্দী বা এজেহার শুনান হয়। তৎপরে, মহামান্য বিচারপতি বা জজ সাহেব উভয় পক্ষের কৌন্সিলগণের বক্তৃতায় মোকদ্দমার সমস্ত শ্রোতব্য বিষয় শুনিয়া ও অবগত হইয়া, তাঁহার বিচারে যাহা ঠিক বিবেচনা হয়, তাহা তিনি লিখিয়া ফরিয়াদী ও আসামী উভয় পক্ষকে শুনাইয়া দেন। ইহাতে ফরিয়াদীর পক্ষে জয় লাভ হইলে, তাহাকে ডিক্রী বলিয়া দেন; র জয় লাভ না হইলে, তাহাকে ডিস্‌মিস্ বলিয়া দেন।

কৌন্সিলগণের বসিবার আসনের পশ্চাদ্ভাগে ফরিয়াদী ও আসামীগণ কেহ বসিয়া থাকেন, আর কেহ বা দণ্ডায়মান থাকিয়া র্ক বিতর্ক ও বাদানুবাদ শ্রবণ করেন।

এই সকল লোকের পশ্চাদ্ভাগে বেঞ্চ সকল রক্ষিত আছে। দর্শক বা র লোক ইহাতে বসিয়া মোকদ্দমার বক্তৃতা ইত্যাদি শ্রবণ করেন।

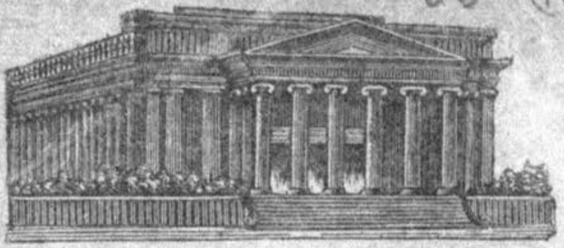

টাউন হল ।

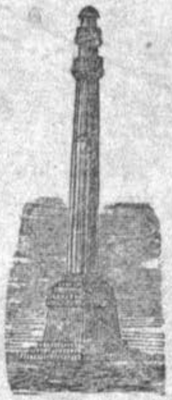

মনুমেণ্ট ।

গভর্ণমেণ্ট হাউস ।

কলিকাতার দেশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা।

মহামান্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	বাদুড়বাগান।
মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর	পার্কষ্ট্রীট।
মহারাজা বাহাদুর জ্যোতিন্দ্র মোহন ঠাকুর	পাথুরিয়া ঘাটা।
মহারাজা সৌরিন্দ্র মোহন ঠাকুর	”
বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার	লোয়ার সারকিউলার রোড।
পণ্ডিত শিব নাথ শাস্ত্রী	কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	প্রতাপ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেন।
বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়	তালতলা।
বাবু নরেন্দ্র নাথ সেন	বর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।
জষ্টীস গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়	নারিকেল ডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
জষ্টীস রমেশ চন্দ্র মিত্র	চক্রবেড়ে ভবানীপুর।
বাবু মনমোহন ঘোষ	৪ নং থিয়াটার রোড।
বাবু লাল মোহন ঘোষ	”
বাবু আনন্দ মোহন বসু	দম্ দমা।
বাবু কৃষ্ণ কমল ভট্টাচার্য্য	শিবপুর।
জষ্টীস চন্দ্র মাধব ঘোষ	ওয়েলেসলি স্কোয়ার।
ডাক্তার মহিন্দ্র লাল সরকার	শাকারি টোলা।
শ্রীমতী স্বর্ণ কুমারী দেবী	কাশিয়া বাগান উল্টাডিঙ্গি।

মহামান্য বিচারপতিগণের ঘরের ভিতর স্থানে স্থানে দেওয়ালের গায়ে ৫।৬ পাঁচ ছয় হাত লম্বা, ৩। ৪ তিন চারি হাত চৌড়া, বহু মূল্যবান্ অয়েল পেণ্টিংএর ছবি সকল টাঙ্গান আছে। পূর্ব্বকার বিচারপতিগণ ও আর আর সম্ভ্রান্ত লোকদিগের চেহারা মূর্ত্তি সকল এত উৎকৃষ্ট ভাবে অঙ্কিত আছে যে, যে হঠাৎ দেখিলে, বোধ হইবে, যেন জীবন্ত মানুষ দণ্ডায়মান হইয়া চক্ষু খুলিয়া চাহিয়া রহিয়াছেন। এই আদালতে ১২ জন জজ বা বিচারপতি ও ১ জন চিফ্ জষ্টিস আছেন।

বিচারপতি। বিচার কার্য্য প্রায়ই ঠিক্ হইয়া থাকে। তবে, সময়ে সময়ে কোন কোন মোকদ্দমায় ভ্রমবশতঃ অন্যায় বিচারও হয়। আবার আপিল আদালতে বিচার হইয়া, তাহা ফিরিয়া গিয়া পুনরায় সুবিচার হয়—যদি কেহ আপিল দায়ের করিতে সক্ষম হয়। নির্ধন হইলে, সেই ঐ অন্যায় বিচারে সে ব্যক্তি ধনে প্রাণে একেবারে মারা যায়।

ট্রামওএ কার। আহীরীটোলার ঘাট বা শালকিয়া যাইবার খেয়া পার হইবার যে ঘাট আছে, সেই ঘাট হইতে ট্রামওএর গাড়ী (যাহাতে মনুষ্যগণ সকল স্থান হইতে সোয়ার হইয়া স্থানান্তরে যায়।) ছাড়িয়া এই হাইকোর্টের সম্মুখে বা চাঁদপালের ঘাটের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যায়। এই স্থানের বেশী দূরে এই ট্রামওএর গাড়ী আর যাইতে পারে না; কারণ, ট্রামওএ নামক রাস্তা আর নাই। এ স্থান পর্য্যন্ত আসিয়া এই স্থানেই শেষ হয়। পুনরায় এই স্থানে সোয়ারি হইয়া একেবারে উক্ত আহীরীটোলার ঘাট পর্য্যন্ত যাইয়া সেই স্থানেই শেষ হয়।

টাউন্ হল বা সভাগৃহ। পূর্ব্বোক্ত গড়ের মাঠের উত্তরাংশে কলিকাতা হাইকোর্টের পূর্ব্বাংশে এই টাউন্‌হল ইংরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও সংস্থাপিত হইয়াছে। চাঁদপালের ঘাট হইতে পূর্ব্ব মুখে

Imp 4460 dt- 14/8/09

একটি বড় রাস্তা গভর্ণমেণ্ট হাউসের ভিতর দিয়া দক্ষিণ বিভাগে পশ্চিম গেট্ ভেদ করিয়া পূর্ব্ব দিকের গেট্ পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তার নাম এস্প্লানেড ওএষ্ট। ইহারই উত্তরাংশে এই টাউন্‌হল ও দক্ষিণাংশে ও গড়ের মাঠের উত্তর দিকে শেষ সীমায় এবং টাউন্ হলের ঠিক্ সম্মুখে শ্বেত মার্ব্বল পাথরের উচ্চ আসনের উপর নিজ পরিচ্ছদে সুসজ্জিত ও সুশোভিত হইয়া উইলিয়াম ক্যাভেণ্ডিস্ বেণ্টিক সাহেবের মূর্ত্তি উত্তর দিকে অর্থাৎ টাউন্ হলের দিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

এই মূর্ত্তির কপালদেশ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, গণ্ডদেশ, ওষ্ঠদ্বয়, বক্ষস্থল, হস্ত, পদ ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ঐ কালরঙের মার্ব্বল পাথরে ও অতি মনোহর রূপে উৎকৃষ্টতার সহিত পরিষ্কার রূপে খোদিত ও নির্ম্মিত। ইহার শিল্প নৈপুণ্যতা দর্শনে নয়ন মনঃ প্রাণ পরিতুষ্ট হয়।

RARE BOOK

এই বেণ্টিক্ক সাহেবের মূর্ত্তির ঠিক্ সম্মুখেই টাউন্ হল। এই টাউন্ হলের সম্মুখে বা দক্ষিণে ও পূর্ব্বোক্ত এস্প্ল্যানেড ওএষ্ট নামক রাস্তার উত্তর ধারে আন্দাজ ৭৫ ফুট লম্বা এবং ১ এক ফুটেরও কম উচ্চ ও দুই ফুটেরও কম চৌড়া, ১৯টি ধাপ সংযুক্ত সিঁড়ি আছে। এই সিঁড়ি গুলির মধ্যে দুই স্থানে দুইটি অতিশয় চৌড়া সিঁড়ি আছে। তৎপরে, এই সিঁড়ির পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় দিকে লৌহ নির্ম্মিত রেল দিয়া বদ্ধ করা আছে। তৎপরে, অতিশয় উচ্চ, অতিশয় মোটা ও আন্দাজ ২৪ ফুট্ পারিধির ৬টা গোল থাম সম্মুখে দণ্ডায়মান আছে। আন্দাজ ৫।৬ হাত অন্তর এক একটি থাম বসান আছে। এই সকল থামের মধ্য দিয়া দিয়াই দক্ষিণ মুখে বাহিরের প্রস্তরময় দালান। ইহা আন্দাজ ১৫ বা ১৬ হাত চৌড়া। এই দালানের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকেও এইরূপ দুইটি মোটা ও গোল থাম আছে। এই দালানের ছাদ্ এই সকল থামের উপর সংরক্ষিত আছে। এই দালান পার হইয়া

উত্তর মুখে হলের ভিতর ঢুকিতে হয়। এই দালানের মধ্য স্থানে শ্বেত মার্ব্বল পাথরে নির্ম্মিত উচ্চ সিংহাসনোপরি রাইট অনারেবল্ লর্ড ওয়ারেন্ হেষ্টিং সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া ও গড়ের মাঠের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইহার দুই পার্শ্বে বামে ও দক্ষিণে আর দুইটি মানুষের মূর্ত্তি আছে।

এই মূর্ত্তির বাম পার্শ্বস্থ বা পূর্ব্ব দিকস্থ যে একটি মানুষের মূর্ত্তি বসিয়া রহিয়াছেন, ইনি একখানি পুস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। দেখিয়া বোধ হয় যে, ইনি ঐ পুস্তক হইতে কোন বিষয় পাঠ করিয়া লর্ড হেষ্টিংস্ সাহেবকে শুনাইতেছেন। আর যে মনুষ্য মূর্ত্তিটি লর্ড হেষ্টিং সাহেবের ডাইনে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকেও বোধ হয় যেন কিছু শ্রবণ করিতেছেন।

এই বাহিরের প্রস্তর নির্ম্মিত দালান পার হইয়া, উত্তর মুখে হলের ভিতর ঢুকিতে হয়। সম্মুখে প্রথম দ্বিতীয় বা মাঝের, তৎপরে তৃতীয়, তদুত্তরে চতুর্থ বা চারি স্তবক হল। তদুত্তরে পুনরায় সিঁড়ে, তদুত্তরে গাড়ী ঘোড়া রাখিবার নিমিত্ত রাস্তা। এ রাস্তার পরেই পূর্ব্বোক্ত রকমের মোটা ও গোল ৮ টা থাম। এই সকল থামের মস্তকোপরি গাড়ী দাঁড়াইবার পথের ছাদ আছে।

বাহির হইতে ঢুকিয়াই যে হলে প্রবেশ করা যায়, সেইটি সমস্ত হলের প্রথম ভাগ। ইহার বিস্তার আন্দাজ ১৫ বা ১৬ হাত ও শত হস্তের অধিক লম্বা। ইহা পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা। ইহার মেঝেতে শ্বেত মার্ব্বেল পাথরে মণ্ডিত। ইহার পর, দ্বিতীয় বা মাঝের হল। ইহার মেঝেতেও ঐরূপ মার্ব্বল প্রস্তরে মণ্ডিত। ইহার বিস্তার, আন্দাজ ১৭ বা ১৮ হাত চৌড়া। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ শেষ সীমায় উভয় দিকে ২২টি করিয়া ৪৪টি গোল থাম আছে। এই সকল উভয় দিকের থামের গায়ে আন্দাজ ১০ হাত উর্দ্ধে গ্যাসের আলো জ্বলিবার নিমিত্ত গ্যাসের পাইপ

বা চোং আঁটা আছে। আবশ্যক মতে আলো জ্বালান হয়। এই হলের মধ্যে পশ্চিম দিকের শেষ ভাগে শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত চৌকশা ৫। ৬ টি ধাপ যুক্ত উচ্চ একটি আসন আছে, তাহার উপর আন্দাজ ২। ৩ দুই তিন হাত উচ্চ ঐরূপ শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত অপর একটি চৌকশা সিংহাসন আছে। ইহার উপর শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত নিজ পরিচ্ছদে সুসজ্জিত ও সুশোভিত হইয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস্ সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত বা নির্ম্মিত রহিয়াছে। তিনি পূর্ব্ব দিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। কোন পুষ্পবৃক্ষের একটিডালের এক হাত লম্বা আন্দাজ একটি অগ্রভাগ কাটা তিনি দক্ষিণ হস্তের দ্বারা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এই কাটা পুষ্পবৃক্ষের ডালের অগ্রভাগটিতে কয়েকটি পাতা এবং ফুলও আছে। ইহার শিল্পকার্য্য সন্দর্শনে কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয় না, যেন টাট্‌কা কাটা ডাল বলিয়া অনুমান হয়। ইংরাজগণের মধ্যে এই চিহ্নটিকে শান্তি লাভের চিহ্ন কহে। একটি রোম্যান্ ক্যাথলিক ক্রস্ তিনি বাম হস্তের দ্বারা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল অর্থাৎ মুখ এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি ও বেশ ভূষা প্রভৃতি অতি সুন্দররূপে গঠিত; দেখিলে, জীবন্ত বলিয়া ভ্রম জন্মে। যে প্রস্তর নির্ম্মিত সিংহাসনোপরি লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব দণ্ডায়মান আছেন, ইহাতে ইহার উভয় পার্শ্বে ঠেস দিয়া, ইহার নিম্নস্থ চৌকশা আসনের উপরি ভাগে নিজ সুপরিচ্ছদে সুসজ্জিত ও সুশোভিত হইয়া দুইটি পরীর ন্যায় সুন্দরী স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি রহিয়াছে। ইহাদের উভয়ের মস্তকে পুষ্প ও পাতাযুক্ত দুইটি অত্যুৎকৃষ্ট রকমের টুপি বা ক্রাউন্ রহিয়াছে। ইহারা উভয়ে উভয় পার্শ্বে পূর্ব্ব মুখে বসিয়া আছে। ইহাদের মূর্ত্তি সকলও পূর্ব্বোক্ত শ্বেত মার্ব্বল প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহাদের মুখমণ্ডল অর্থাৎ মুখ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, কপোল

দেশ ইত্যাদি এবং হস্ত, পদ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ও বেশ ভূ ইত্যাদির শোভা অতি মনোলোভা।

এই টাউন হলের উত্তরে তৃতীয় হলটি সমস্তই প্রথমটির ন্যায়; সে জন্য, আর অধিক লিখিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়া, আর লিখিলাম না। তদ্ভিন্ন, পূর্ব্বোক্ত শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত অতি শোভা-শালী মহাত্মা রমানাথ ঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তি অতি চমৎকার ভাবে নির্ম্মিত ও সংরক্ষিত রহিয়াছে। এই হলের উত্তর দিকে চতুর্থ বা শেষ হল আছে। ইহার মেঝে পূর্ব্বোক্ত মার্ব্বল প্রস্তরে মণ্ডিত। এই হলটি প্রায় ২০ হাত চৌড়া। ইহার উপরে দোতলার হলে উঠিবার নিমিত্ত দুই পার্শ্বে, অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে কাষ্ঠ নির্ম্মিত, প্রত্যেকটি প্রায় ৪০ টি ধাপযুক্ত দুইটি সিঁড়ি আছে, এই সিঁড়ি অবলম্বন করিয়া দোতলার হলে যাওয়া যায়। এই হলটির ভিতরে চতুর্দ্দিকের দেওয়ালের গায়ে আন্দাজ ৫। ৬ হাত লম্বা ও ৩। ৪ তিন চারি হাত চৌড়া অয়েল্‌পেণ্টিংএর ছবি সকল টাঙ্গান আছে। এই সকল বড় বড় ছবিতে বড় বড় ধনাঢ্য লোকের মূর্ত্তি ও আর আর নানা বিষয়ের মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। এই সকল মূর্ত্তিতে যথাযোগ্য স্থানে নানা রঙে প্রতি-ফলিত ও রঞ্জিত হইয়াছে। এই সকল মূর্ত্তির মুখ, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, ইত্যাদি এবং হস্ত, পদ ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ও বেশ, ভূষা, পরি-চ্ছদ ইত্যাদির উজ্জল আভায় সমুজ্জল হইয়া, জীবন্ত মানুষ ইত্যাদির ন্যায় নানা শোভায় পরিশোভিত হইয়া, কোন মূর্ত্তি বসিয়া ও কোন কোন মূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। হঠাৎ দেখিলে, দর্শক-বৃন্দের ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিতে পারে।

এই হলের মেঝের উপর পূর্ব্বোক্ত শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত চার্লস্ বেকেট, পামর সাহেব ও পেয়ারীচাঁদ মিত্রের ইত্যাদির প্রতি-মূর্ত্তি ও অর্দ্ধ প্রতিমূর্ত্তি অতি পরিপাটি রূপে খোদিত, নির্ম্মিত ও

সংরক্ষিত রহিয়াছে। ইহাদের মুখ, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, কপোল-দেশ, হস্ত, পদ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও বেশ ভূষা ইত্যাদি অতীব শোভা-শালী হইয়া দর্শকবৃন্দের আনন্দ উৎপাদন করিতেছে। আলোর নিমিত্ত গ্যাসের পাইপের ১৬ টা ডুমের সহিত ১৬ ডেলে গ্যাসের পাইপের ১টা বড় ঝাড় ঠিক মধ্য স্থানে টাঙ্গান আছে। এবং উত্তর দক্ষিণস্থ দেওয়ালে এরূপ উত্তর দিকে এই শেষ হলের পরেই ৪ টা করিয়া ৮টা দেওয়ালগিরি আছে। বাহিরে প্রস্তর নির্ম্মিত ১০টা ধাপযুক্ত সিঁড়ি সংলগ্ন রহিয়াছে। এই সমস্ত সিঁড়ির পর একটি রাস্তা আছে; এই রাস্তায় পাল্কী, গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি অপেক্ষা করে ও দাঁড়াইয়া থাকে।

এই স্থানের পর, প্রায় ৪ হাত উচ্চ একটি প্রাচীর। তদুপরিভাগে শেষ উত্তর সীমায় পূর্ব্বোক্ত রূপ মোটা ও গোল আটটি থাম আছে। এই সকল থামের উপরি ভাগে ইহার ছাদ সংরক্ষিত আছে।

সময়ে সময়ে পুলিস আদালত নিজ স্থান লালবাজার হইতে উঠিয়া যাইয়া, টাউন হলে বিচারাসন সংস্থাপিত হইয়া, নিম্ন ফৌজদারী আদালতের বিচার কার্য্য সমাধা হয়।

এই টাউন্ হলের সমস্ত হলে আন্দাজ দশ সহস্র লোক অনায়াসে উপবেশন করিতে পারে। ভারতের মধ্যে আর কোন স্থানে এত বড় হল আছে কি না, সন্দেহ।

কোন বিষয়ের অন্দোলন করিতে হইলে, সময়ে সময়ে কমিটির মেম্বরগণ একত্র সমবেত হইয়া এই টাউন্ হলে একটি সভা প্রস্তুত করেন। সে বিষয়ে তর্ক বিতর্ক বাদানুবাদ হইয়া মীমাংসিত ও নিষ্পত্তি হইয়া তাহার বিচার কার্য্য এখানেই শেষ হয়।

কোন বিষয়ের লেকচার দিতে বা বক্তৃতা করিতে আবশ্যক হইলে, লেকচার অর্থাৎ বক্তৃতা দ্বারা শিক্ষাদাতা ও শ্রোতাগণ একত্র

সমবেত হইয়া এই স্থানে সভা নির্ম্মাণ করেন ও তদ্বিষয়ক বক্তৃতা কার্য্য এখানেই সমাধা হয়।

এই টাউন হলের উপরে, অর্থাৎ দোতালার উপরে আর একটি হল আছে। ইহার মেঝেতে মার্বেল্ পাথরের ন্যায় আড়াই বা তিন ইঞ্চ্ স্কোয়ার অর্থাৎ সমচতুষ্কণা নানা রঙের উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান্ পাথর সকল বেমালুম যোড়ে সংযুক্ত করা ও পরিষ্কার রূপে অতি পরিপাটী ভাবে বসান আছে।

এই মেঝের উপরিভাগে নানা রঙের নানা প্রকার মূল্যবান্ টেবিল, কৌচ, কেদারা ইত্যাদি বহুসংখ্যক উপবেশনের আসন সকল যথা স্থানে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া সারি সারি সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে।

বায়ু সেবনের নিমিত্ত নানা প্রকার রঙের চিত্র বিচিত্র বহুসংখ্যক মূল্যবান্ টানাপাখা সকল ঝালরের সহিত সুশৃঙ্খলে সারি সারি সুসজ্জিত হইয়া ছাদের কড়ির গায়ে টাঙ্গান রহিয়াছে।

এই হলের ভিতরে, বৃটীশ বিচারপণ্ডিতগণের, বৃটীশ বীরগণের, বিদেশের বড় বড় মান্য গণ্য লোক সকলের এবং অন্যান্য না[illegible] বিষয়ের বড় বড় ছোট ছোট আকারের বহুসংখ্যক সমধিক মূল্য[illegible] বান্ অয়েল্ পেণ্টিং এবং ছবি সকল শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া চারি দিকের দেওয়ালের গায়ে সারি সারি টাঙ্গান রহিয়াছে।

গ্যাসের আলো জালিবার নিমিত্ত কাচ নির্ম্মিত বহুসংখ্যক নানা প্রকারের বহুমূল্যবান্ ঝাড়, ফানষ, দেওয়ালগিরি ইত্যাদি এই হলের ভিতর যথা স্থানে শৃঙ্খলাবদ্ধ সারি সারি ঝোলান ও টাঙ্গান রহিয়াছে।

গভর্ণমেণ্ট হাউস বা রাজপ্রাসাদ।

এই রাজপ্রাসাদ গড়ের মাঠের নিজ উত্তরাংশে, পূর্ব্বোক্ত ফাই-ন্যান্‌শ্যাল ডিপার্টমেণ্ট বা আফিসের বিল্‌ডিংএর পূর্ব্ব দিকে বা ঠিক্

সম্মুখে, লর্ড ওয়েলেস্‌লির দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই অতি বৃহৎ ইমারত বা প্রাসাদটি চারি কোণা। এই ইমারৎ বা প্রাসাদটির কোণে চতুষ্পার্শ্বে ১৬ব ২০ ফুট আন্দাজ চৌড়া পাকা পরিষ্কার রাস্তা আছে। এই রাস্তার পর বাগিচা। কেবল দক্ষিণ দিকে বহু দূর বিস্তৃত বাগিচার কোণ নাই, অর্দ্ধ গোলাকার। ইহারই দক্ষিণে রাজপথ। এই রাজপথের দক্ষিণে বহু বিস্তৃত গড়ের মাঠ ও ইডেন পার্ক বা ইডেন গার্ডেন। ইহার চারি দিকে ভূমি হইতে এক ফুট পরিমাণ উচ্চ পাকা ইষ্টকে পাকা গাঁথুনীর বহুদূর বিস্তৃত প্রাচীর আছে। তদুপরি ভাগে লৌহময় কৌশলে রেলিংস্ বা গা-গরাদে সকল দিয়া চারি দিক্ বেষ্টন করা আছে। এই নিম্নস্থিত চারি দিকের পাকা প্রাচীরের কোল হইতে দশ কিম্বা বারো হাত চৌড়া জমি পর্য্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ নানাবিধ রকমের বড় বড় বৃক্ষ ও লতা সকল রোপিত ও পরিবেষ্টিত হইয়া এক অপরূপ শোভায় পরিশোভিত হইয়া রাহিয়াছে।

গেট্। ইহার গেট্ বা প্রবেশের পথ চারি দিকে ছয়টি। পূর্ব্বের দুইটি, একটি পূর্ব্ব-উত্তর ধারে, অপরটি পূর্ব্ব দক্ষিণ ধারে আছে। তার পশ্চিম ধারেও ঐরূপ দুইটি; একটি পশ্চিম-উত্তর ধারে, অপরটি পশ্চিম-দক্ষিণ ধারে, অর্থাৎ, পূর্ব্ব দিকে দুইটি ও পশ্চিম দিকে দুইটি; এই চারিটি গেট্ পরস্পর সমভাবে গমনাগমনের জন্য ঋজু ও ঠিক্ সোজা ভাবেই নির্ম্মিত আছে। ইহার উত্তর দিকে মধ্যস্থানে ও দক্ষিণ গড়ের মাঠের দিকে এবং মধ্যভাগে, এই দুই দিকেই লৌহ-গরাদে যুক্ত দুইটি দরজা আছে। এই উভয় দিকের দরজাকে গেট্ বলিলেও বলা যায়; কারণ, এই চারি দিকের ছয়টি পথই প্রবেশের পথ, এজন্য, কেবল অর্থেতেই মিলে; নচেৎ, ইহাদের আকার প্রকার ও গঠনে অনেকটা বিভিন্নতা আছে। ইহার দক্ষিণ দিকের ফটক প্রায়ই বন্ধ থাকে। অপর পাঁচটি সর্ব্বদাই খোলা থাকে।

সশস্ত্র বন্দুকধারী সিপাহীগণ প্রত্যহ দিবারাত্র এই সকল ফটক

রক্ষা করিতেছে। চতুর্দ্দিকে উদ্যান বেষ্টিত এই গবর্ণমেণ্ট হাউস অতি শোভাকর। ইহার উত্তর দিকে কয়েকটি ধাপ সংযুক্ত বহুদূর বিস্তৃত একটি সিঁড়ি আছে। এই সকল সিঁড়ি অবলম্বন-পূর্ব্বক বাহিরের হলে উঠিতে হয়। ইহার চারি কোণে চারিটি খণ্ড বাহির হইয়াছে। ইহার মধ্য খণ্ডের সহিত গোলাকার পথ দ্বারা উক্ত চারিটি খণ্ড সম্মিলিত আছে। এই মধ্য খণ্ডের গৃহ দ্বিভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বোক্ত সুবিস্তীর্ণ সিঁড়ি বা সোপানাবলি অবলম্বন করিয়া উঠিলেই মার্ব্বল মণ্ডিত একটি প্রকাণ্ড গৃহ সম্মুখে দৃষ্টিপথে পতিত হয়। অভ্যন্তরে দক্ষিণে ও বাম দিকে সুদৃশ্য স্তম্ভমালা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিয়া গিয়াছে। রাজসিংহাসন ইহাতেই সংস্থাপিত রহিয়াছে। এই গৃহের পর আর এক সদৃশ গৃহ। এইটি নৃত্যাগার বা বল্ রুম্। কোণের ঘরে গভর্ণর জেনেরলের এডিকঙেরা বাস করেন ও কাউন্সিলাদি হই থাকে। নিম্ন ভাগে গুদাম ও আফিস আছে।

বডি-গার্ড। গভর্ণর জেনেরলের বডি-গার্ড বা শরীর রক্ষকেরা এই গভর্ণমেণ্ট হাউসের সম্মুখে বা উত্তর দিকের রাজপথের উত্তরাংশে যে বাটী আছে, তাহাতে বাস করিয়া থাকে। এই বাটীর পশ্চিম দিকে মেসার্স থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানিদের পুস্তকাদি বিক্রয়ার্থ এক প্রকাণ্ড বাটী আছে। এই বাটীর পশ্চিম দিকে ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ইত্যাদি সংস্থাপিত আছে।

এই গভর্ণমেণ্ট হাউসের পূর্ব্ব দিকে রাজপথ। এই রাজপথের পূর্ব্ব দিকে ঔষধওয়ালা স্কট্ টম্সন কোম্পানিদের ডিস্পেন্সারি ও আর আর বাণিজ্য ব্যবসায়ী ইংরাজগণের দোকান। তৎপরে, বিনুমা বিক্রেতা মেসার্স কাথবার্টসন হার্পার কোম্পানির দোকান ঘর। এই স্থানে ঘোড়ার সাজও বিক্রিত হয়।

গ্রেট্ ঈষ্টার্ণ হোটেল।* ইহার উত্তরে রাজপথ। তদুত্তরে

* হোটেল—সরাই; বাসাবাটী।

গ্রেট ঈষ্টার্ণ হোটেল (Great Eastern Hotel)। দ্বিতীয় নাম—ডি উইল্‌সনের হোটেল (D. Wilson's Hotel) তৃতীয় নাম—হল অব্‌ অল্‌ নেশান্‌স্ (Hall of all Nations), অর্থাৎ, সকল জাতি সাধারণের এই স্থানে আসিবার ও থাকিবার স্থান আছে। এখানে আসিতে ও থাকিতে কোনও জাতির প্রতিবন্ধক নাই। এই হোটেল যে বাটীতে আছে, সেই বাটীটি অতিশয় প্রকাণ্ড। ১, ২, ৩, নং ওল্‌ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটের মধ্যে সংস্থাপিত। এই বাটীটি আন্দাজ তিন চারি বিঘার উপর জমিতে নির্ম্মিত। ইহা চারি তলা উচ্চ। ইহার প্রথম তলে একটি অত্যন্ত বৃহৎ হল আছে। এই হলের উত্তর দক্ষিণের দীর্ঘতা আন্দাজ ১৪০ হাতের উপর ও প্রস্থে পূর্ব্ব পশ্চিমে ৩০ হাতেরও উপর। এই হলের ভিতর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেওয়াল জোড়া দুই খানি আয়না আছে। এত বড় আয়না অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। এই হলের ভিতর ইংরাজদিগের ব্যবহার উপযোগী বিলাতী খাদ্য দ্রব্য, পোষাক, খেলানা ইত্যাদি লক্ষ লক্ষ রকমের জিনিষ পত্র আছে ও বিক্রীত হয়। তন্মধ্যে, কতক গুলির তালিকা নিম্নে সন্নিবেশিত হইল ;—বিলাতী সরাপ—পোর্ট, সেরিলিকার, সাম্পেন, ব্রাণ্ডি, ওল্‌ডটমজিন, হুইস্কি, বিয়ার, পোর্টার, কারেট, কিউরেশা, ভার্ম্মাউথ, চেরিকরডিয়্যাল ইত্যাদি। এই সমস্ত বা প্রত্যেক রকম জিনিষের ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তুত কর্ত্তা আছে। এই সকল প্রস্তুত কর্ত্তার নামে মূল্যের তারতম্য হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন মূল্যে বিক্রীত হয়। এ সমস্ত বিষয় বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিতে গেলে, পুস্তকের আকার অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় ; এজন্য, সংক্ষেপে বিবরণ দেওয়া হইল।

অয়েলম্যান্‌ষ্টোর্শ। বিস্কুট, ভিনিগার, মাষ্টার্ড, লবষ্টার, অয়েষ্টার, জাম, জেলি, সার্ডিন, হেরিং, আলা, সার্ডিন মীট, পটেড মীট, কিশ্মার পুল্লাভড্‌, চোচো, কোকে, চকোলেট, সাস, ক্যারেট, সামন, সাসেজেস, ইয়ার মাউথ ব্লোটার্স, বেকান, চীজ, ওটমিল,

বার্‌লি, সেগো, এরোরুট, চা, কাফি, লোফ্‌ সুগার মার্কিন তামাক, চুরুট পাইপ ইত্যাদি সংখ্যাতীত জিনিষ আছে ; তন্মধ্যে, যে কয়েকটা স্মরণ হইল, তাহাই এ স্থানে সংক্ষিপ্ত রূপে উল্লিখিত হইল ; পুস্তক বৃদ্ধির ভয়ে আর অধিক লিখিত হইল না।

পোষাক। ভেল্‌ভেট, সাটিন, বনাত ইত্যাদি বহুবিধ রকমের কাপড়ের, পশমের, রেসমের, সূতার কোট, প্যান্টলুন কামিজ কোর্ত্তা, ওয়েষ্ট কোট ইত্যাদি ও হ্যাট, ক্যাপ্‌ ইত্যাদি বহুবিধ রকমের টুপি ; তুয়ালে, রুমাল, গেঞ্জিফ্রক্‌ ও নানাবিধ রকমের বিনামা ইত্যাদি।

পেরাম্বুলেটার (Perambualator), অর্থাৎ, ছেলেদের চড়িবার নিমিত্ত ক্ষুদ্র গাড়ী,ছড়ি,লাঠি ইত্যাদি। এ সমস্ত ও পুতুল,যথা—মানুষ, হাতী, ঘোড়া, পক্ষী খেলেনা ইত্যাদি ও আর আর নানা প্রকার হরেক রকমের জিনিষ এই নিম্নস্থ বা প্রথম হলে শৃঙ্খলাবদ্ধ, শ্রেণীবদ্ধ ও সুসজ্জীভূত হইয়া এক অপরূপ শোভায় পরিশোভিত হইয়া রহিয়াছে।

এই হলের মেঝে (Floor) শ্বেত মার্ব্বল প্রস্তরে মণ্ডিত। ক লোর নি-িত শ্রেণীবদ্ধ গ্যাসের পাইপের ঝাড় ও দেওয়াল গিরি মায় গ্লোব বা ডুম্‌ দেওয়ালে ছাদের উপর ও দেওয়ালের গায়ে এরূপ ভাবে আট্‌কান আছে যে, রাত্রি কালে দেখিলে, বোধ হইবে যেন দেওয়ালের ভিতর হইতেই আলোক মালা নির্গত হইয়া নানা দিক্‌ সূর্য্যালোকের ন্যায় আলোকিত করিতেছে। এই গ্যাসের উজ্জল ও পরিষ্কার আলোর শোভাও অতি পারিপাটি। দেওয়ালের গায়ে মাঝে মা ঝ বহুবিধ রকমের ছবি সকল শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। ইহারও শোভা অতীব মনোহর। গ্রীষ্ম কালে বায়ু সেবনের জন্য স্থানে স্থানে ছোট বড় যথাযোগ্য টানাপাখা সকল টাঙ্গান রহিয়াছে।

এই হলের শেষভাগে পশ্চিম-উত্তর কোণে কাষ্ঠ নির্ম্মিত কয়েকটি

ধাপযুক্ত একটি সিঁড়ি আছে। এই সোপানাবলী অবলম্বন-পূর্ব্বক দোতলার উপরে উঠিতে হয়। সম্মুখেই একটি প্রকাণ্ড বহুদূর বিস্তৃত হল দৃষ্ট হয়। এই হলের মেঝে নানা রঙ্গে চিত্র বিচিত্র করা প্রস্তর সকলে এরূপ ভাবে মণ্ডিত যে, হঠাৎ দেখিলে, এক খানি অতি বৃহৎ গালিচা বলিয়া ভ্রম উপস্থিত হয়। এই হলটি পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা। ইহার চতুঃপার্শ্বস্থ দেওয়ালে নানা প্রকার লতা পাতা ও পুষ্প ইত্যাদি ও মাঝে মাঝে ছোট বড় ছবি সকল অঙ্কিত থাকায়, দেওয়ালগুলি অতি মনোহর শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

মেঝের উপর এই চতুঃপার্শ্বস্থ দেওয়ালের কোলে কোলে বিলাতী ক্রোটনস্, গোলাপ ইত্যাদি পুষ্পের গাছ সকলের সহিত সারি সারি শৃঙ্খলাবদ্ধ রঙ্গীন টব সকল সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। উপরে সুদৃশ্য ঝালোর সহিত টানাপাখা সকল টাঙ্গান রহিয়াছে। আলোর নিমিত্ত শ্রেণীবদ্ধ গ্যাসের পাইপের ঝাড় ও দেওয়ালগিরি সহ গ্লোব বা ডুম উপরের ছাদে ও দেওয়ালে টাঙ্গান রহিয়াছে।

এই হলের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ কাম্‌রা বা ঘরগুলিতে আফিস আছে। এই সকল আফিসে ইংরাজ ও বাঙ্গালী বাবুগণ লেখা পড়া ইত্যাদি নিজ নিজ কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন। এই সকল কাম্‌রা ও কক্ষে পূর্ব্বোক্তরূপ টানাপাখা, ছবি, আলোর নিমিত্ত কাচের ডুম সহ গ্যাসের পাইপ সকল ও আর আর সুদৃশ্য জিনিষে সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে।

এই দোতলার অপরাংশে দেশ বিদেশস্থ ধনাঢ্য ইংরাজ ফিরিঙ্গী ইত্যাদি বিদেশীয় জাতি সকল আসিয়া অল্প বা অধিক দিনের জন্য বাস করিয়া থাকেন ও আছেন। ইঁহাদের বাসোপযোগী খাট বিছানা টেবিল চেয়ার ইত্যাদি সমস্ত আবশ্যকীয় জিনিষ পত্র প্রত্যেক কাম্‌রায় সংরক্ষিত আছে।

তিন তলার উপরেও পূর্ব্বোক্ত রূপ বহুসংখ্যক কাম্‌রা পূর্ব্বোক্ত

দেশ বিদেশস্থ লোক সকলের বাসের জন্য সুসজ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে।

এই গ্রেট ঈষ্টার্ণ হোটেলে বহুসংখ্যক ইংরাজ ফিরিঙ্গী ও অন্য অন্য জাতি, যাঁহার যাহা ইচ্ছা হয়, তিনিই প্রত্যহ ব্রেক্‌ফাষ্ট, (Brekfast) ডিনার (Diner), টিফিন (Tiffin), ও সাপার (Supper), অর্থাৎ, সকাল বেলায় কিঞ্চিৎ পাঁউরুটি, কিঞ্চিৎ মাখন, ও কাঁচা বা সিদ্ধ হংসের বা মুর্গির ডিম্ব ইত্যাদির সহিত ও দুগ্ধ সহিত বা রহিত গরম গরম চাএর জল পান করিয়া থাকেন। তৎপরে, ডিনার অর্থাৎ মুর্গি বা অপর জিনিষের চপ, মটন চপ্‌ বা ক্যারি বা সুপ ইত্যাদির সহিত কেহ বা ভাত রুটি উভয়, কেহ বা কেবল ভাত বা কেবল পাঁউ-রুটি, আলু সিদ্ধ ও আর আর জিনিষের সহিত ভোজন করিয়া থাকেন। তৎপরে, টিফিন, অর্থাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঁউরুটি অন্য কোন জিনিষের সহিত আহার করিয়া থাকেন। তৎপরে, সপার, অর্থাৎ রাত্রের ভোজন—পূর্ব্বোক্ত আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে যাহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই আহার করিয়া থাকেন। ইহাদের যথোপযুক্ত মূল্যও প্রদান করিতে হয়। ইহার সহিত ইচ্ছা হইলে, সুরা ইত্যাদিও পান করিয়া থাকেন এবং তাহারও যথাযোগ্য মূল্য দিতে হয়।

ইংরাজি আচার ব্যবহারাদির অনুকরণকারী বাঙ্গালী বাবুরাও সময়ে সময়ে এই হোটেলে পান ভোজন করণান্তে পরম পরিতৃপ্ত ও সন্তোষলাভ করিয়া থাকেন। এই হোটেলে প্রথমতঃ পুঁজি ছিল, কেবল ১২,০০,০০০ বারো লক্ষ টাকা। এখন ইহাপেক্ষা যে অনেক টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে আর কোনও সন্দেহই নাই। এই হোটেলের সমস্ত জিনিষ বিলাত হইতে আমদানী হইয়া থাকে। প্রত্যহ অনেক টাকার মাল এখানে বিক্রয় হয়। প্রত্যহ বহুলোকের নিমিত্ত খানা অর্থাৎ রন্ধই করা মাংস ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত থাকে। প্রত্যহ অনেকানেক ধনাঢ্য ইংরাজ ইত্যাদি লোকও এ

স্থানে আহার করিয়া থাকেন। স্পেন্স (Spence) ইত্যাদি অনেক লোকের হোটেল এই কলিকাতা সহরে বর্ত্তমান সময়ে আছে বটে; কিন্তু এই গ্রেট ঈষ্টার্ণ হোটেলের তুল্য এত বড় হোটেল নামে ও কার্য্যে এ সহরে ত নাইই, এত বড় ভারতের ভিতর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দেশ বিদেশস্থ কোন রাজার বা কোন ধনাঢ্য লোকের ইংরাজ বাহাদুরগণকে ভোজ দিবার আবশ্যক হইলে, সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য জাত এই গ্রেট্ ঈষ্টার্ণ হোটেল হইতেই সরবরাহ হইয়া থাকে। অনেকগুলিন বেহারা ও খিদ্মৎগার ইত্যাদি এই হোটেলে থাকিয়া প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

হ্যামিল্টন কোম্পানির দোকান। এই গ্রেট্ ঈষ্টার্ণ হোটেলের উত্তর দিকে সুবিখ্যাত হ্যামিল্টন কোম্পানির সুসজ্জিত দোকান-বাটী আছে। এই বাটী ৮নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটে সংস্থিত এবং অতিশয় বৃহৎ। ইহার মধ্যে বহুবিধ ক্লক্, টাইম্‌পিস্, ওয়াচ্ প্রভৃতি মূল্যবান্ ঘড়ী এবং স্বর্ণ রৌপ্য হীরকাদি নির্ম্মিত নানা প্রকারের নয়ন-মনোমুগ্ধকর অলঙ্কারাদি প্রস্তুত ও বিক্রীত হয়।

আর্ বি রডার কোম্পানি। এই দোকানের মধ্যে বহু সংখ্যক নানাপ্রকার বন্দুক ইত্যাদি ও আর আর নানাবিধ রকমের জিনিস পত্র সুশৃঙ্খলা-পূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। দর্শনে পরিতৃপ্ত হওয়া যায়।

স্মিথ্ ষ্ট্যানিষ্ট্রীট এণ্ড কোম্পানি। এই বাটীর উত্তরাংশে ৯ নং মেসার্স স্মিথ্ ষ্ট্যানিষ্ট্রীট এণ্ড কোম্পানিদিগের ঔষধালয় বা ডিস্পেন্সারি। এই বাটীটি একতলা। ইহার মেজে শ্বেত মার্ব্বল্ প্রস্তরে মণ্ডিত। তদুপরিভাগে শ্রেণীবদ্ধ টেবল ও মেজ সকল রহিয়াছে। তদুপরিভাগে বহুসংখ্যক ঔষধ ইত্যাদির বড় ও ছোট কাচ নির্ম্মিত নানা প্রকারের শিশির ভিতর বিবিধ ঔষধ এবং অপরাং

সব জিনিষ পত্র রহিয়াছে। কত লোক ঔষধ লইতে আসিয়া, অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। আলোর নিমিত্ত ডুম সহ গ্যাসের পাইপ সকল উপরি ভাগে ও দেওয়ালের গায়ে যথোপযুক্ত স্থানে ঝোলান ও আট্‌কান রহিয়াছে। ইহার শোভাও অতি চমৎকার।

লালদিঘী।

পূর্ব্বোক্ত ইমারৎ সকলের সম্মুখে, অর্থাৎ ইহাদের সম্মুখস্থ পশ্চিম দিকের রাজপথের পশ্চিম দিকেই ফুটপাট্। এই ফুটপাথের পশ্চিম দিকেই লালদিঘী। ইহার ইংরাজি নাম ডেল্‌হাউসি স্কোয়ার। এই লালদিঘী একটি চতুষ্কোণ জমিতে স্থাপিত। ইহা একটি বৃহৎ পুষ্করিণী। এই পুষ্করিণীটি বহু কাল অবধি এক ভাবেই আছে। অর্থাৎ, ইহার কিছুই বদল হয় নাই, যেমন পুষ্করিণী তেমনই আছে। এই পুষ্করিণীটি অতিশয় বৃহৎ। ইহার গভীরতা চল্লিশ হাত। এই পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্বস্থ সমতলভূমিও নবদূর্ব্বাদলে মণ্ডিত। এই দূর্ব্বাদলমণ্ডিত ভূমির মধ্য দিয়া, এই পুষ্করিণীর মধ্য দিয়া, এই পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্বে বাদামে আকারের রাস্তা। এই রাস্তা পাকা। এই রাস্তার উভয় দিকে চতুষ্পার্শ্বস্থ জমিতে উদ্যান। এই উদ্যানের চারি দিকে লৌহ নির্ম্মিত চৌপলে গরাদে দেওয়া রেল। জমি হইতে আন্দাজ এক ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত ইষ্টক নির্ম্মিত পাকা দেওয়াল, তদুপরি পূর্ব্বোক্ত রেল বসান আছে। ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই উভয় দিকে দুইটি গেট বা ফটক আছে। মনুষ্যের গতায়াতের জন্ম ইহার উত্তর দিকেও আর একটি গেট্ আছে বটে; কিন্তু প্রায়ই সেটা বন্ধ থাকে। ইহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ জমির উপরে ও উদ্যানের মধ্যে ডেলহাউসি নামক ইন্‌ষ্টিটিউট আছে। সময়ে সময়ে এখানে নাচ ইত্যাদিও হইয়া থাকে।

করেন্সি আফিস। আন্‌লার কোম্পানিদের দোকানের উত্তর দিকে ম্যাঙ্গো লেন। এই লেনের উত্তরাংশে ও ১ নং ডেল-হাউস স্কোয়ার পূর্ব্ব বা লালদিঘীর ঠিক্ পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে, অর্থাৎ লালদিঘীর পূর্ব্বাংশে যে রাস্তা আছে, তাহার নাম ডেলহাউসি স্কোয়ার। এই রাস্তার পূর্ব্ব দিকে মনুষ্য চলিবার নিমিত্ত ফুটপাথ আছে। এই ফুটপাথের পূর্ব্ব সীমায় এই গভর্ণমেন্ট করেন্সি আফিস। এই আফিসের ফটক বা দরজা পশ্চিম মুখো। এই দরজাতে সুসজ্জিত সশস্ত্র অর্থাৎ সঙ্গীন্ চড়ান বন্দুক স্কন্ধে সিপাহী পাহারা বা চৌকি দিতেছে। এই দরজায় পূর্ব্ব মুখে প্রবেশ করিতে হয়। ইহার মেঝে শ্বেত মার্ব্বল প্রস্তরে মণ্ডিত। দক্ষিণ পূর্ব্ব ও উত্তর এই তিন দিকেই আন্দাজ চারি হাত উচ্চ কাষ্ঠ নির্ম্মিত টেবিল। তদুপরিভাগে লৌহ নির্ম্মিত আন্দাজ ১ ফুট উচ্চ রেলিংস আছে। এই কাষ্ঠ নির্ম্মিত তিন পার্শ্বস্থ টেবিলের মাঝে মাঝে আন্দাজ ১ ফুট চৌড়া ও ১৷৹ ফুট লম্বা ফুকোর সকল আছে। এই সকল ফুকোরে ছোট ছোট ঐ সাইজের দরজা সকলও সংলগ্ন আছে। আফিস টাইম অর্থাৎ কার্য্যের সময় এই সকল ছোট ছোট দরজা খোলা থাকে।

এই তিন দিকে কাষ্ঠ নির্ম্মিত টেবিলের দ্বারা বেষ্টিত থাকাতে বাহিরের লোক ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না এবং ঐ বেষ্টিত স্থানের ভিতরের লোকও বাহিরে আসিতে পারে না। কর্ম্মচারী বা কেরাণীগণ স্থানে স্থানে নিজ নিজ চেয়ার বা কেদারার উপর বসিয়া আছেন। কেহ বা লিখিতেছেন, কেহ বা পড়িতেছেন। সম্মুখস্থ টেবিলের উপর কাহারও নিকট ছোট ছোট থলিয়া পূর্ণ পয়সা, কাহারও সম্মুখে দুআনী, কাহারও সম্মুখে সিকি, কাহারও সম্মুখে আধুলী, কাহারও সম্মুখে তোড়া বন্দী টাকা, কাহারও সম্মুখে তাড়া বান্ধা গভর্ণমেণ্ট করেন্সি নোট স্তূপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে।

এই স্থানে এত ভিড় যে, অতি কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া ঢুকিতে সকলেই

চেষ্টা করিতেছে। উহাদের মধ্যে যে পারিতেছে, সেই ঢুকিয়া নিজ কার্য্য সমাধা করিয়া আসিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছে। দেশ বিদেশস্থ নানা জাতীয় লোক এই স্থানে আসিয়া নোটের বদলে টাকা ও টাকার বদলে নোট, রেজ্‌কি অর্থাৎ দুআনী, সিকি ও আধুলী, বা পয়সা লইতেছে

দেশ বিদেশস্থ লোক যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই লইয়া বাহির হইয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যাইতেছে।

আলোর নিমিত্ত শ্রেণীবদ্ধ গ্যাসের পাইপের ঝাড় ও দেওয়ালগিরি সকল মায় গ্লোব বা ডুম অর্থাৎ কাচ নির্ম্মিত গোলাকার ফানষ, ছাদের উপর এবং দেওয়ালের গায়ে যথা যোগ্য স্থানে ঝোলান ও আটকান রহিয়াছে।

এই বাটীর দ্বিতলের উপরি ভাগের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের বারাণ্ডার শোভা অতি চমৎকার। একবার দর্শনে তৃপ্তিলাভ হয় না।

এই বাটীর মধ্যে কেরেন্সি ডিপার্টমেণ্ট, ইম্পারিয়াল রিজার্ভ ট্রেশার ও কম্পট্রোলার জেনারেল বেঙ্গলও আছে।

আর্লিংটান কোং। এই বাটীর অন্তরাংশে ২ নং বাটীতে য়্যাকাউন্ট্যাণ্ট জেনারেল বেঙ্গল, তৎপরে ৩ নং বাটীতে হেরলড কোম্পানিদের দোকান। তদুত্তরে মেসার্স আর্লিংটান এণ্ড কোম্পানিদের গ্লাসওয়্যার অর্থাৎ কাচ নির্ম্মিত হরেক রকমের বেলয়ারী ঝাড়, লণ্ঠন, দেওয়ালগিরি, ফানষ, ডুম, ডিস, প্লেট, টি কাপস, গেলাস, ফুলের টব, খেলানা ইত্যাদি যত প্রকার আছে, তাহার সমস্ত বিবরণ লিখিতে হইলে, এইরূপ আর এক খানি পুস্তক প্রস্তুত হয়; এ জন্য, আর অধিক লিখিত হইল না।

ফিও ভ্যাপি এণ্ড কোম্পানির দোকান।

উক্ত আর্লিংটান কোম্পানিদের দোকানের উত্তরাংশে ফিও ভ্যাপি

এডিস কোম্পানির দোকান। ইজিপ্টের রাজধানী কেরো নগরস্থ সিগারেট নামক কাগজে জড়ান এক রকম অতি উৎকৃষ্ট রকমের চুরুট এই স্থানে বিক্রয় হয়। ২॥৹ আড়াই টাকা হইতে ৫৲ পাঁচ টাকা হিসাবে ফি শত বিক্রয় হয়। এই চুরুট শুনিয়াছি, অতিশয় উৎকৃষ্ট তামাক পাতার তৈয়ারি। বোম্বাই মান্দ্রাজ ইত্যাদি বহু দূরস্থিত স্থানের দোকান্দার সকলে এই স্থান হইতে ইহা লইয়া তাহাদের নিজ নিজ দোকানে বিক্রয় করে এবং এই কলিকাতা সহরের ধনাঢ্য ইংরাজ গ্রীক ইত্যাদি সওদাগর ও জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি বড় বড় লোক এই দোকান হইতে ঐ সিগারেট লইয়া ধূম পান করেন। তদ্ব্যতীত আরও মূল্যবান্ অর্থাৎ ফি শতের দাম আঠার হইতে কুড়ি টাকা দরেরও চুরুট এই স্থানে বিক্রীত হইয়া থাকে।

এই দোকান ঘরের মেঝে মাদুর বা শপ দিয়া মোড়া। এই ঘরে অতিশয় প্রকাণ্ড গোছের একটি বহুমূল্যের গ্লাসকেস আছে। ইহার মধ্যেই অধিকাংশ সিগারেট ও চুরুট ইত্যাদি রক্ষিত থাকে।

এই ঘরের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে কএক খানি ছবি আছে। তন্মধ্যে, জার নামক রুসিয়া দেশের সম্রাট্ ও তাঁহার পত্নী অর্থাৎ রাজ্ঞীর ও আমাদের মহামান্যা ভারতেশ্বরী এম্প্রেস ভিক্টোরিয়ার চেহারা গুলিন অতি পরিপাটী ও অত্যুৎকৃষ্ট রকমে অঙ্কিত আছে। আলোর নিমিত্ত গ্যাসের পাইপ সংলগ্ন অতিশয় প্রশংসনীয় লণ্ঠন লট্‌কান আছে। ঝালোর লাগান টানাপাখা সকলও টাঙ্গান আছে। এইটি এক তলা বাটী।

মেসার্স নিউম্যান কোং। এই একতলা বাটীর গায়ে উত্তরাংশে ৪ নম্বর স্থিত মেসার্স নিউম্যান কোম্পানিদের দোকান আছে। এই দোকান দ্বিতলের উপরিভাগে। ইহাতে বহুবিধ রকমের কেতাব সকল, বহুবিধ রকমের কাগজ, কলম, দোয়াত ইত্যাদি

আছে। এই দোকানের ভিতরে প্রকাণ্ড হল বা ঘর আছে। এক একটি হলের দেওয়ালের নিকট বড় বড়, এমন কি, আট দশ হাত উচ্চ কাষ্ঠ নির্ম্মিত সেল্ফ আছে। এক একটি সেল্ফে আট দশটা করিয়া থাক আছে। এই সকল থাকের থাকে থাকে অতি উত্তম রূপে পুস্তক সকল স্তূপীভূত হইয়া রহিয়াছে। কত যে পুস্তক পূর্ণ সেল্ফ সকল যথাযোগ্য স্থানে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, সুসজ্জিত রহিয়াছে, সে বিষয় আর কি লিখিব। আবার মেঝের উপর পুস্তক ইত্যাদি ও আর আর নানা প্রকার জিনিষ পত্রে পরিপূর্ণ ও সুসজ্জিত হইয়া টেবিল বা সেল্ফ সকল শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে হল গুলি অতি মনোহর শোভায় পরিশোভিত হইয়া রহিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত হলের নিম্নে অর্থাৎ প্রথম তলে, বিক্রয় করিবার জন্য, বোম্বাই নগর হইতে আমদানি তোরঙ্গ ইত্যাদি নানা প্রকার সুন্দর জিনিষ পত্র ও সেলাই করিবার নিমিত্ত মেসিন অর্থাৎ কলসকল পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ইহার শোভাও অল্প শোভাকর নহে। আলোকের নিমিত্ত ডুম সকল ও গ্যাসের পাইপ সকল যথা স্থানে আছে।

গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ অফিস। ডেল হাউসি স্কোয়ারের দক্ষিণে গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ অফিস। এই অফিসের বিল্ডিং বা ইমারৎটি তিন তলা পর্য্যন্ত উচ্চ ও অত্যন্ত বড়। এই ইমারতের পূর্ব্ব-উত্তর কোণে খানিকটা জমির উপর পাঁচ তলা পর্য্যন্ত উচ্চ ইমারৎ আছে। এই উচ্চতার কারণ যে, ইহার উপর তলায় উঠিলে, সহরের ভিতর ও বাহিরে অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। ইহার মধ্যে প্রথম তলের মেঝে প্রস্তর মণ্ডিত। এই বাটীর উত্তর দিকে গেট্ বা প্রবেশের পথ আছে। এই পথে ঢুকিয়া সম্মুখেই টেলিগ্রাফ অফিস। কোন সমাচার কোন স্থানে পাঠাইতে হইলে, সর্ব্ব প্রথম এই স্থানে আসিয়া সেই খবর বা সমাচারের মূল্য বা খরচের টাকা

জমা দিতে হয়। তৎপরে, এই অফিসের লোকদ্বারা সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে সেই সমাচার প্রেরিত হয়।

টেলিগ্রাম বা টেলিগ্রাফের দ্বারা সমাচার পাঠানর খরচা। টেলিগ্রাফের দ্বারা সমাচার পাঠানর খরচের নিয়ম তিন প্রকার; যথা, ১ম, আর্জেন্ট (urgent) অর্থাৎ সমাচারটি টেলিগ্রাফ আফিসে দিবামাত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রেরিত হয়। ইহার মূল্য প্রতি ইংরাজি আট কথা বা ইহার কম কথার জন্য ২৲ দুই টাকা এবং ইহা অধিক প্রতি কথার দাম।০ চারি আনা হিসাবে দিতে হয়। ২য়, অর্ডিনারি (ordinary) অর্থাৎ প্রথমে সেইরূপ শ্রেণীর সমাচার সকল পাঠানর পর, এই শ্রেণীর সমাচার পর পর, অর্থাৎ ক্রমানুসারে নম্বরের পর নম্বর যেরূপ লওয়া হয়, সেইরূপ পাঠান হয়। এই সমাচার নির্দ্দিষ্ট টেলিগ্রাফ আফিসে পৌঁছিলে, তথাকার পেয়াদার মারফৎ পাঠান হয়। ইহার মূল্য প্রতি ইংরাজি আট বা ইহার কম কম কথার জন্য ১৲ এক টাকা। এই ৮ কথার অধিক প্রতি কথার জন্য ৵০ দুই আনা হিসাবে দিতে হয়।

৩য়, ডেফার্ড (Deferred), অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সমাচার সকল পাঠান হইলে পর, এই ৩য় শ্রেণীর সমাচার সেই নির্দ্দিষ্ট আফিসে পাঠান হয় ও তথা হইতে সেই নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট ডাকঘরের পিয়নের দ্বারা সাধারণ ডাকের চিঠির ন্যায় পাঠান হয়। ইহার মূল্য প্রতি ইংরাজি ৮ আট বা উহার কম কথার জন্য ৷৷০ আট আনা ও ৮ আট কথার অধিক প্রতি অধিক কথার জন্য ⁄০ এক আনা হিসাবে দিতে হয়। (বাকী তার আর নিয়ম সকল টেলিগ্রাফ বা পোষ্টাল গাইড্ নামক পুস্তক দেখ)

টেলিগ্রাফ অফিসের অন্যান্য বিবরণ। Ground floor বা প্রথম তলার আফিসে এরূপ একটি কল বা যন্ত্র সংযুক্ত লৌহ

নির্ম্মিত গোল পাইপ বা চোং দোতলার মেঝে ভেদ করিয়া রক্ষিত আছে যে, যে কাগজে সমাচার লিখিত আছে, সেই কাগজ খানি ঐ চোংএর মুখে ধরিয়া ইসারা করিবা মাত্র সেই কাগজ খানি দোতালার উপরকার ঘরে একেবারে চলিয়া যায় এবং উপরের নিযুক্ত লোক সেই কাগজ খানি প্রাপ্ত হইয়া, যে সমাচারটি তাহাকে লিখিত আছে, তাহা সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রেরিত হয়।

এই একতলার অপর ঘর গুলিতে টেলিগ্রাফ সম্বন্ধীয় অন্যা আফিস সকল আছে। এই সকল আফিস ঘরে গ্রীষ্মকালে বায়ু সেবনের নিমিত্ত ঝালোর সহ বহু বিধ শ্রেণীবদ্ধ টানাপাখা সকল ঝুলিতেছে ও যথাস্থানে আলোর নিমিত্ত বিস্তর কাচ নির্ম্মিত ডুম সহ গ্যাসের পাইপ বা চোং সকল যথাযোগ্য ঝাড় ও দেওয়াল-গিরির ন্যায় ছাদ ও দেওয়ালের গায়ে স্থানে স্থানে টাঙ্গান ও লাগান আছে। এই সকল আফিসে ইংরাজ, ফিরিঙ্গী, মুসলমান ও বাঙ্গালী ইত্যাদি নিজ নিজ স্থানে অর্থাৎ চেয়ারে বসিয়া, সম্মুখস্থ ডেস্কের উপর কাগজ কলম দোয়াত ও কেতাব সকল রাখিয়া, কেহ বা লিখিতেছেন, কেহ বা পড়িতেছেন ও কেহ বা অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

এই বাটীর দোতলার উপরে বারাণ্ডার ও ঘর সকলের মেঝেতে শাদা, কাল, লাল, নীল ইত্যাদি রংএর রঞ্জিত করা ছোট ছোট চৌকশ বা সমচতুর্ভুজ আকারের আন্দাজ দুই ইঞ্চ স্কোয়ারের পাথরের ন্যায় দ্রব্য সকলে মণ্ডিত। এই সকল ঘরের ভিতর মেঝের উপর শৃঙ্খলাবদ্ধ চেয়ার টেবিল, ডেস্ক ইত্যাদি সুসজ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। এই সকল চেয়ারের উপর বসিয়া পূর্ব্বোক্ত রূপে ইংরাজ, ফিরিঙ্গী, মুসলমান ও বাঙ্গালী ইত্যাদি শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বসিয়া সম্মুখস্থ ডেস্কের উপর কেতাব, কলম, কাগজ, দোয়াত ইত্যাদি রাখিয়া, কেহ বা লিখিতে-

ছেন, কেহ বা পড়িতেছেন, কেহ বা অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

গ্রীষ্মকালে বায়ু সেবনের নিমিত্ত ঝালোর সহ শ্রেণীবদ্ধ বহুবিধ টানা পাখা সকল এই সকল ঘরের ভিতরকার কেরাণীগণের মস্তকোপরি ঝুলিতেছে। আলোর নিমিত্ত ডুম সহ গ্যাসের পাইপ সকল, যথাযোগ্য ঝাড় ও দেওয়ালগিরির ন্যায় উপরের ছাদে ও দেওয়ালের গায়ে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ঝোলান রহিয়াছে।

এই বাটীর মধ্যে সর্ব্ব উচ্চ পাঁচ তলার ছাদের উপর বহু বিধ টেলিগ্রাফের তার বাহিরের অন্যান্য তারের সহিত সংযুক্ত করা রহিয়াছে। এই সকল তারের দ্বারা দেশ বিদেশে সমাচার সকল প্রেরিত হয়।

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক।

গঙ্গাতীরে চাঁদ পালের ঘাটের উপর হইতে উত্তর দক্ষিণ একটি যোড়া রাজপথ আছে। এই রাজপথটির নাম ষ্ট্রাণ্ড রোড্। এই রাস্তা ধরিয়া উত্তর মুখে যাইয়া অতি অল্প দূর পরেই পূর্ব্ব দিকে ৩ নং একটি বৃহৎ অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রবেশের পথে বা ফটকে সিপাহীগণ বন্দুক-ধারী হইয়া দ্বার রক্ষা করিতেছে এবং সম্মুখস্থিত ফুটপাথের উপর টলাইতেছে, অর্থাৎ সেই স্থানেই পায়ে পায়ে বা ধীরে ধীরে বেড়াইতেছে। রাস্তার ধারে ফটকোপরি গোলাকৃতি একটি ক্লক্ ঘড়ি দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গান রহিয়াছে।

এই ফটকের ভিতর ঢুকিয়াই দুই তিনটা সিঁড়ির উপর দিয়া গিয়া দ্বারে প্রবেশ করিতে হয়। প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে প্রকাণ্ড সোপানাবলী। সেই সোপান শ্রেণী অবলম্বন করিয়া দোতলার উপর উঠিতে হয়। তৎপরে, দক্ষিণ দিকে যাইয়া একটি বহু

বিস্তৃত প্রকাণ্ড ঘর বা হলে প্রবেশ করিতে হয়। এই হলটি পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখা যায় যে, ডাইনে বামে ও সম্মুখে তিন চারি হাত উচ্চ ডেস্ক ও তৎ সমক্ষে চেয়ার সকল শৃঙ্খলা-পূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সুসজ্জিত রহিয়াছে।

এই সকল ডেস্কের ধারে ধারে উপরিভাগে আলোর নিমিত্ত এক এক খানি চেয়ারের সম্মুখে একটি করিয়া ডুম সহ গ্যাসের সরু সরু পাইপ সকল দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই সকল চেয়ারের উপর ইংরাজ, ফিরিঙ্গী, মুসলমান, বাঙ্গালী ইত্যাদি কেরাণী বাবুরা বসিয়া আছেন। ইহাদের মস্তকোপরি আলোর সহ টানা পাখা ঝুলিতেছে। এই সকল কেরাণীগণের সম্মুখস্থিত ডেস্কের উপরিভাগে কেতাব, কাগজ, কলম, দোয়াত ইত্যাদি রক্ষিত রহিয়াছে। কাহারও নিকট তোড়াবন্দী টাকা, রেজকী, পয়সা এবং কাহারও নিকট তাড়া বান্ধা গভর্ণমেণ্ট কারেন্সি নোট সকল মোজুত রহিয়াছে। এ দিকে, লোকে লোকারণ্য! সকলেই দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ "আমাকে সব টাকাই দিন," কেহ কেহ "আমাকে নোটই সব দিন," কেহ বা "এত টাকার নোট, এত টাকার রেজকি, এত টাকা রোক দিন" বলিয়া, তথায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আবার কেরাণীগণ নিজ নিজ অবসরমত যাচিত নোট ও টাকা ইত্যাদি দিতেছেন।

এই সকল টাকা ইত্যাদি লইয়া কেহ হেথায়, কেহ হোথায়, কেহ সেথায় বসিয়া স্ব স্ব সম্মুখে রাখিয়া, টাকা, রেজকি, পয়সা, নোট ইত্যাদি গণনা করিয়া নিজ হিসাব মনে মনে বুঝিয়া লইতেছেন। মাঝে মাঝে শান্তিরক্ষকগণ "চুপ! চুপ!" বলিয়া চীৎকার করিতেছে।

এই অট্টালিকা বা ইমারাৎটি বহু দূর বিস্তৃত একটি প্রকাণ্ড বাটী।

ইহার মধ্যে অনেক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর বা হল আছে। এই সকল হলের মেঝেতে পূর্ব্বোক্ত রূপ চৌকোণা রঙ্গিণ প্রস্তরের ন্যায় দ্রব্যে মণ্ডিত। ইহার শোভা অতীব মনোহর।

সোমার সেট বিল্ডিং। এই বেঙ্গল ব্যাঙ্কের উত্তরাংশে ৫নম্বরের একটি বৃহৎ অট্টালিকা আছে। ইহার নাম সোমার সেট বিল্ডিং। ইহার মধ্যে য়্যাকাউণ্ট ব্র্যাঞ্চ, মিলিটারী য়্যাকাউণ্টের কণ্ট্রোলার অফিস, প্রেসিডেন্সি পোষ্টমাষ্টার, বেঙ্গল মিলিটারী অ্যাফিস ফণ্ড, মেডিক্যাল রিটায়ারিং ফণ্ড এবং ইণ্ডিয়ান সার্ভিস্ ফ্যামিলি পেন্শান্স আছে।

ইকনমিক মিউজিয়াম। পূর্ব্বোক্ত সোমার সেট বিল্ডিংএর উত্তরে ৬ নম্বর একটি ইমারৎ বা বাটী আছে। ইহার মধ্যে ইকনমিক মিউজিয়াম অর্থাৎ আশ্চর্য্য বা দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের আলয় আছে।

মেট্‌কাফ হল। এ ইকনমিক মিউজিয়ামের উত্তরাংশে ১২নং একটি দ্বিতল পোক্ত বাটী আছে। এই বাটীতে মেট্‌কাফ হল বা কলিকাতা পব্‌লিক লাইব্রেরি আছে। ইচ্ছা হইলে, যে কোন ব্যক্তি এইখানে আসিয়া যে পুস্তক ইচ্ছা, তাহা লইয়া বসিয়া পড়িতে পারে।

সেলার্স হোম। মেটকাফ হলের নিজ উত্তরাংশেই ১৩ নম্বর সেলার্স হোম নামক একটি বৃহৎ দোতলা অট্টালিকা আছে। ইহার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট শিপিং অফিস আছে। এই স্থানে নিষ্কর্ম্মা, চাকরীর প্রত্যাশায় জাহাজের বিলাতী মাল্লাগণ (সেলার) থাকে।

পোর্ট কমিশনারের অফিস। সেলার্স হোমের উত্তরাংশে পোর্ট কমিশনারের অফিস আছে। সমুদ্রযোগে জাহাজে করিয়া কোন দেশ হইতে কোন জিনিষপত্র আনাইতে হইলে, বা এই কলিকাতা হইতে উক্ত জাহাজে অন্য কোন বিদেশে মালপত্র পাঠাইতে হইলে, প্রথমে কাষ্টাম হাউসে, তৎপরে এই স্থানে আসিয়া

সেই সকল দ্রব্যাদির নিমিত্ত পাস্ অর্থাৎ ছাড় লইতে হয়। এই পাস্ না পাইলে, মালের মালিক অন্য কোন প্রকারে সেই সকল মাল নিজ ঘরে আনিতে বা পাঠাইতে পারিবেন না। এই বিল্‌ডিংটিও অতিশয় বৃহৎ ও দেখিবার যোগ্য।

মেসার্স্ মেকিনান মেকেঞ্জি এণ্ড কোম্পানির অফিস বিল্‌ডিং। এই পোর্ট কমিশনারের আফিসের উত্তরাংশে কিঞ্চিৎ তফাতে এই মেসার্স্ মেকিনান মেকেঞ্জি এণ্ড কোম্পানি নামক সওদাগরদিগের অফিস বিল্‌ডিং। এই আফিসের বিল্‌ডিংটি ত্রিতল, অত্যন্ত বৃহৎ ও অনেক স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই আফিসে ইংরাজ ফিরিঙ্গি,মুসলমান ও বাঙ্গালী ইত্যাদি বহু লোক চাকুরী করিয়া প্রতি-পালিত হয়। ইহাঁদের আফিস ঘর বা হল সকলে ঝালোর সহ টানা-পাখা ও আলোর নিমিত্ত গ্যাসের ঝাড়, দেওয়ালগিরি ইত্যাদিতে সুসজ্জিত রহিয়াছে। ইহাও দেখিবার যোগ্য। ইহাঁদের অন্যান্য ব্যবসায় ব্যতীত কলের জাহাজ চালান ব্যবসায় আছে। বিলাত ইত্যাদি স্থানে কাহারও যাইতে বা কোন দ্রব্য পাঠাইতে, বা বিলাত হইতে আসিতে হইলে, বা কোন দ্রব্য তথা হইতে আনিতে বা আনাইতে আবশ্যক হইলে, ইহাঁদের জাহাজ বা কলের জাহাজের সাহায্য লইতে হয়।

বেঙ্গল ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানিদের গুদাম। মেসার্স্ মেকিনান মেকেঞ্জি কোম্পানির আফিস বিল্‌ডিং-এর উত্তরাংশেই এই বেঙ্গল ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানিদের গুদাম আছে।

মেসার্স্ হেণ্ডার্সন এণ্ড কোম্পানিদের আফিস বিল্‌ডিং। বেঙ্গল ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশান কোম্পানিদের গুদামের উত্তরাংশেই এই মেসার্স্ হেণ্ডার্সন এণ্ড কোম্পানিদের আফিস বিল্‌ডিং

আছে। ইহারাও বণিক্‌ বা পূর্ব্বোক্ত মেসার্স মেকিনান্‌ মেকেঞ্জি কোম্পানিদের ন্যায় সওদাগর। ইহাঁদের অফিস বিল্‌ডিংও দেখিবার যোগ্য।

বণ্ড হাউস বা বণ্ডেড্‌ ওয়ার হাউস। মেসার্স হেণ্ডার্সন কোম্পানিদের আফিস বিল্‌ডিংএর উত্তরাংশেই এই বণ্ড হাউস বা বণ্ডেড ওয়ার হাউস। তদুত্তরে

আর ষ্টিল এণ্ড কোম্পানি। মেসার্স আর ষ্টিল কোম্পানি-দের আফিস বিল্‌ডিং। ইহাও দেখিবার যোগ্য।

মেসার্স এণ্ডার্সন রাইট এণ্ড কোম্পানিদের অফিস বিল্‌ডিং। মেসার্স আর ষ্টিল এণ্ড কোম্পানিদের উত্তরাংশেই মেসার্স এণ্ডার্সন রাইটএণ্ড কোম্পানিদের আফিস বিল্‌ডিং। এই বিল্‌ডিং টিও অতিশয় বৃহৎ ও ত্রিতল। ইহাঁদের আফিস ঘর সকলেরও ভিতর গভর্ণমেণ্ট আফিসের ন্যায় বহু দূর বিস্তৃত চেয়ার টেবিল ও ডেস্ক ইত্যাদি শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সুসজ্জিত রহিয়াছে। গ্রীষ্মকালে বায়ু সেবনের নিমিত্ত ঝালোরের সহ টানাপাখা সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে। আলোর নিমিত্ত গ্যাসের ঝাড় দেওয়ালগিরি ইত্যাদিতে সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। মেসার্স মেকিনান্‌ মেকেঞ্জিদের ন্যায় ইহাঁরাও বণিক্‌ ও সওদাগর। অন্যান্য ব্যবসা ব্যতীত ইহাঁদের কলের জাহাজ চালান ব্যবসায় আছে। ইহাঁদের আফিসে ইংরাজ, ফিরিঙ্গি, মুসলমান, বাঙ্গালী ইত্যাদি বহু লোক চাকুরী সূত্রে প্রতি-পালিত হয়।

রামকিষণের অফিস। এণ্ডার্সন রাইট কোম্পানিদের উত্ত-রাংশেই রামকিষণ নামক একজন ধনাঢ্য হিন্দুস্থানীর আফিস। ইহাঁ-রাও অন্যান্য ব্যবসায় ছাড়া কলের জাহাজ চালানর ব্যবসায় আছে। ইহাঁর প্রত্যহ একখানি করিয়া কলের জাহাজ আর্মানি ঘাটের দক্ষিণ

দিকস্থ মল্লিক ঘাট হইতে যাত্রী ও তাহাদের মালপত্র বোঝাই লইয়া ছাড়িয়া, কলিকাতার দক্ষিণ পশ্চিম উলুবেড়ে ইত্যাদি স্থানে রওনা হয়। শ্রীক্ষেত্রের মেলার সময় অর্থাৎ রথযাত্রা ও দোলযাত্রার সময় শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্তও যায়।

মেসার্স্ জেসপ্ কোং। রামকিষণের আফিসের উত্তরাংশেই মেসার্স্ জেসপ কোম্পানিদের আফিস বিল্ডিং। এই বিল্ডিংটিও অতিশয় বৃহৎ। ইহার মধ্যে ইহাঁদের আফিস ও মাল গুদাম আছে। এই বাটীর মধ্যে বিলাত হইতে আমদানি বহুবিধ রকমের লৌহাদি নির্ম্মিত মূল্যবান্ Engine এঞ্জিন, Machine মেশিন্ অর্থাৎ বাষ্পীয় যন্ত্র সকল রক্ষিত আছে। সেই সমস্ত যন্ত্র স্থানে স্থানে শৃঙ্খলাবদ্ধ রক্ষিত থাকায়, এক অপূর্ব্ব শোভায় পরিশোভিত হইয়া রহিয়াছে।

হোর, মিলার এণ্ড কোম্পানি। মেসার্স্ জেসপ্ এণ্ড কোম্পানিদের উত্তরাংশে কিঞ্চিৎ দূরে মেসার্স্ হোর, মিলার এণ্ড কোম্পানিদের আফিস বিল্ডিং আছে। এই বিল্ডিংটিও প্রকাণ্ড বিরল। গভর্ণমেণ্টের অফিস সকলের ন্যায়, ইহাঁদের আফিস্ ঘর সকলের ভিতর বহু দূর বিস্তৃত শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চেয়ার, টেবিল ও ডেস্ক ইত্যাদি সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। গ্রীষ্মকালে বায়ু সেবনের নিমিত্ত ঝালোর সহ টানাপাখা সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপরের ছাদে ঝুলিতেছে। আলোর নিমিত্ত গ্যাসের ঝাড় ও দেওয়ালগিরি ইত্যাদির ডুম সকলে উক্ত আফিস ঘর সকলের ভিতর সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। মেসার্স্ মেকিনন মেকেঞ্জি ও আর আর বণিক্ বা সওদাগরের ন্যায় ইহাঁরাও বণিক্ ও সওদাগর। অপরাপর ব্যবসায় ব্যতীত ইহাঁদেরও কলের জাহাজ চালানর ব্যবসায় আছে। প্রত্যহ প্রাতে আহীরীটোলার ঘাট হইতে এই কোম্পানির এক খানি করিয়া কলের জাহাজ আরোহী ও বিবিধ বাণিজ্য দ্রব্য সহ

শান্তিপুর কাল্না এবং মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপ ও কাটোয়া যাইয়া থাকে। তথা হইতে আবার আহীরীটোলার ঘাটে আসিয়া থাকে। ইহাদের আফিসে ইংরাজ, মুসলমান, ফিরিঙ্গী বাঙ্গালি ইত্যাদি অনেক লোক চাকুরী সূত্রে প্রতিপালিত হয়।

বৰ্দ্ধমানের মহারাজার চক্। মেসার্স হোর, মিলার এণ্ড কোম্পানিদের আফিস বিল্‌ডিংএর উত্তর দিকে বৰ্দ্ধমানের মহারাজার চক্ নামক একটি অতি প্রকাণ্ড বাটী আছে। ইহার মধ্যে ভারতবর্ষীয় নানা দেশের বণিক্ ও মহাজন সকল আসিয়া নিজ নিজ ব্যবসায় বাণিজ্যাদি করিতেছেন। এখানে সুপারি, ধনের চাউল, এলাচি,লবঙ্গ খয়ের ইত্যাদি সমস্ত পাণের মশলা ও গোল মরিচ, হরিদ্রা, গোটা ধনিয়া, তেজপত্র, মেতি, মৌরি ইত্যাদি সমস্ত রাঁধিবার মশলা, সাঁচি ও বাঙ্গলা পাণ প্রত্যেক রবিবারে ও প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে বিক্রয় হয়। অন্যান্য দ্রব্যাদিও এখানে বিক্রয় হয়। এখানে প্রতি বৎসর বারোইয়ারী পূজা হয়। এই পূজা উপলক্ষে নানা প্রকার সং (মাটীর মূরদ বা মূর্ত্তি সকল তৈয়ার করিয়া, তাহাকে যথাযোগ্য পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া, বেশ ভূষাদিতে ভূষিত ও সুসজ্জিত করিয়া, যথাস্থানে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিয়া) দর্শকদিগকে দর্শন করাইয়, তাহাদের আনন্দ বৰ্দ্ধন করা হয়। ইহা সওয়ায়, অনেক লোক জনকে আহারাদি করান হয়। ইহাতে অনেক টাকা ব্যয় হয়। বণিক্‌গণ নিজ নিজ কারবার হইতে বৃত্তির স্বরূপ কিছু কিছু করিয়া প্রতি বৎসর তুলিয়া নিজের নিকট রাখেন। তৎপরে, এই পূজা আরম্ভের কিছু দিন পূর্ব্বে সকল মহাজনের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়া, এক স্থানে একত্রিত হইয়া, এই পূজা উপলক্ষে সমস্ত খরচ নির্ব্বাহিত হয়। এই চক্‌টি অনেক স্থান ব্যাপিয়া আছে। পূর্ব্ব দিকে দরমাহাটা ষ্ট্রীট নামক রাজপথ। উত্তর দিকে গৌর বহরের ঘাট ষ্ট্রীট নামক রাজপথ। পশ্চিম দিকে এই ষ্ট্র্যাণ্ড নামক রাজপথ

দক্ষিণ দিকে বাজার। এই বাটীর পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম এই তিন দিকে প্রবেশের পথ আছে, কেবল দক্ষিণ দিকে নাই।

মেও হাঁস্পাতাল।

টাঁকশালের উত্তর দিকে কিছু দূর আসিয়া, মৃত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দ্বারা স্থাপিত ও তাঁহারই কৃত নির্ম্মিত সাধারণের স্নানের নিমিত্ত চাঁদনী সহ একটি ঘাট আছে। এই ঘাটের পূর্ব্ব উত্তর কোণে একটি দোতালা পোক্ত ইমারত বা অট্টালিকা আছে। এইটি বহু দূর বিস্তৃত বাটী। ইহার চারি দিকেই রাজপথ ও তিন দিকে প্রবেশের পথ আছে। ইহার পূর্ব্ব দিকে ষ্ট্র্যাণ্ড নামক রাজপথ। এই দিকে একটি প্রবেশের পথ বা ফটক এবং পশ্চিম দিকে ষ্ট্র্যাণ্ড বা রিভার ব্যাঙ্ক নামক রাজপথ। এ দিকেও একটি প্রবেশের পথ আছে। এই দুইটির মধ্যে পূর্ব্ব দিকের প্রবেশের পথটি সর্ব্বদা খোলা থাকে। পশ্চিম দিকেরটি সময়ে সময়ে খোলা থাকে। আর একটি প্রবেশের পথ ইহার দক্ষিণ দিকে আছে। এটি প্রায়ই বন্ধ থাকে; আবশ্যক মতে খোলা হয়। ইহার উত্তর দিকের লাইনের ঘরগুলিতে বসন্ত, ওলাউঠা ইত্যাদি ছোঁয়াচে বা সংশ্রব দোষ বিশিষ্ট রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা থাকে। তৎপরে, হাঁস্পাতালের ইমারতের চারি দিকেই ফল ও ফুলের গাছ সকল শ্রেণীবদ্ধ ভাবে রোপিত আছে। ইহার দক্ষিণের অনেকটা জমিতে অনেকগুলি ফল ও ফুলের গাছ থাকাতে, উদ্যানের মত শোভায় পরিশোভিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার উত্তর দিকেও ঐ রূপ শোভায় শোভিত রহিয়াছে।

এই পূর্ব্ব দিকের ফটকে প্রবেশ করিয়া খানিকটা ঘুরে আসিয়াই দক্ষিণ দিকে কয়েকটি প্রস্তরে মণ্ডিত ধাপযুক্ত একটি সোপানশ্রেণী। এই সোপানাবলী অবলম্বন করিয়া উঠিয়াই একটি বারাণ্ডা। এই বারাণ্ডার পূর্ব্ব দিকে গরাণহাটা ডিস্পেন্সারি। ইহার চিকিৎসক

ডাক্তার জেন্স সাহেব। পশ্চিম দিকে মেও ডিস্পেন্সারি। এই স্থানে দুইটি বাঙ্গালী ডাক্তার আছেন। দুইটি উচ্চ পায়ার ডেস্কোপরি কেতাব, কলম, দোয়াত সম্মুখে রাখিয়া, দুইটি টুলের উপর ঐ দুইটি বাঙ্গালী ডাক্তার বসিয়া আছেন। পীড়িত ব্যক্তিরা ইচ্ছামত পূর্ব্বোক্ত উভয় দিকের দুইটির মধ্যে একটি ডিস্পেন্সারিতে ঢুকিতে পারেন। তৎপরে, চিকিৎসা করাইতে ও ঔষধাদি লইতে পারেন।

পূর্ব্বোক্ত বারাণ্ডার সম্মুখে বা দক্ষিণে একটি হল আছে। এইটি মারের হল। এই হলের ভিতর কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটি বার আছে। এই বারের উপরি ভাগে ঔষধপূর্ণ কতকগুলি শিশি, বোতল, জার ইত্যাদি রক্ষিত আছে। এই ঔষধ রক্ষিত বারের ভিতর চারি পাঁচ জন লোক বা কম্পাউণ্ডার দণ্ডায়মান আছেন।

রোগিগণ প্রথমে তাহাদের রোগ ডাক্তারকে দেখাইয়া, ডাক্তারের দৈনিক কেতাবে তাহাদের নাম লেখাইয়া, এক এক খানি নম্বরওয়ারী ও তারিখওয়ারী টিকিট প্রাপ্ত হন। এই টিকিটে রোগ নিবারণের ঔষধাদি লিখিত থাকে। এই টিকিটখানি ঐ কম্পাউণ্ডার মহাশয়গণের মধ্যে কাহাকেও দেখাইবা মাত্র রোগী তাহার ঔষধ প্রাপ্ত হয়।

এই হলের পিছনে বা দক্ষিণে পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা চারি পাঁচ হাত চৌড়া একটি গতায়াতের পথ আছে। এই পথ অবলম্বন করিলেই দেখিতে পাইবে যে, এই পথের উত্তর ধারে ও দক্ষিণ ধারে উভয় পার্শ্বেই শ্রেণীবদ্ধ কয়েক খানি খাট পড়িয়া রহিয়াছে। তদুপরি একটি বিছানা ও এক একটি বালিস রহিয়াছে। রোগিগণ, যাহারা হাস্পাতালে থাকিয়া চিকিৎসা করাইতেছে, তাহারা এই সকল বিছানার উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

এই চারি পাঁচ হাত চৌড়া পথটি পার হইয়া, সম্মুখে বা দক্ষিণে একটি বড় হল আছে। হলের মধ্যে একটি টেবিলের উপর কেতাব, কলম, দোয়াত ইত্যাদি সম্মুখে রাখিয়া, একখানি চেয়ারের

উপর পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া একটি বাঙ্গালী ডাক্তার বাবু বসিয়া আছেন। স্ত্রীলোক, বালিকা ও বালকগণ পীড়িত হইলে, তাহাদের চিকিৎসার নিমিত্ত এই স্থানে এই ডাক্তার বাবুর কাছে আনিয়া চিকিৎসা করাইতে হয়।

পূর্ব্বোক্ত মাঝের হলের পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই উভয় পার্শে কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটি করিয়া দুইটি সোপান-শ্রেণী আছে। এই সোপানাবলী অবলম্বন করিয়া দ্বিতলের উপর উঠিতে হয়। এই দ্বিতলের উপরেও শ্রেণীবদ্ধ বিছানার উপর বহুসংখ্যক রোগিগণ শায়িত রহিয়াছে।

ত্রিতলের উপর সাহেব ডাক্তার বাস করিয়া থাকেন।

এই মেও হাঁস্পাতালের পূর্ব্ব দিকে ষ্ট্রাণ্ড্ নর্থ নামক রাজপথ। ইহার সুরু এস্প্লাণ্ড ওএষ্ট্ বা চাঁদপালের ঘাট হইতে উত্তর দিকে নিমতলা ছাড়াইয়া গিয়া, আরো খানিকটা পরেই দরমাহাটা ষ্ট্রীটের সহিত মিলিত হইয়া শেষ হইয়াছে। এই রাস্তা অতিশয় চৌড়া। ইহার দুই ধারে ফুটপাথ আছে। এই ফুটপাথের ধারে ধারে শ্রেণীবদ্ধ নানা প্রকার বৃক্ষ সকল রোপিত আছে। এই বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্যে মধ্যে আলোর নিমিত্ত শত হাত অন্তরে চৌকণা বড় বড় লণ্ঠন সকল মস্তকোপরি ধারণ-পূর্ব্বক গ্যাসের স্তম্ভ সমূহ এক একটি করিয়া প্রোথিত রহিয়াছে।

জেনারল পোষ্ট অফিস বা কলিকাতার ডাকঘর।

পূর্ব্বোক্ত লালদিঘীর পশ্চিম দিকের গেটের ঠিক্ সম্মুখে এই জেনারল পোষ্ট অফিস বা কলিকাতার ডাক ঘরের বিল্ডিং বা ইমারত ইংরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও সংস্থাপিত। এই ইমারত বা অট্টালিকা দ্বিতল ও অতিশয় প্রকাণ্ড এবং বহু দূর পর্য্যন্ত ইহার আয়তন। ইহা লাল-

দিঘী বা ডেলহাউসি স্কোয়ার ওএষ্ট নামক রাজপথের পশ্চিম দিকে স্থাপিত। ইহার পূর্ব্ব দিকে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের সহিত মিলিত ডেল্‌হাউসি স্কোয়ার ওএষ্ট নামক রাজপথ। উত্তর দিকে কাষ্টম হাউস বিল্‌ডিং। পশ্চিম দিকে অপর বিল্‌ডিং এবং দক্ষিণ দিকে কয়লাঘাট ষ্ট্রীট। এই সমস্ত বাটীটির পূর্ব্ব দিকের সীমা, অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত প্রায় দুই শত সওয়া দুই শত হাত লম্বা।

এই বিল্‌ডিংএর পূর্ব্ব দিকে, ফুটপাথ হইতে প্রস্তর মণ্ডিত আটটি ধাপযুক্ত একটি সোপান-শ্রেণী আছে। এই সোপানাবলী অবলম্বন করিয়া একটি প্রস্তর মণ্ডিত (বাহির দিকে) হলের উপর উঠিতে হয়। এই হলের ভিতর মাঝে মাঝে এক একটি চারি কোণা কাটগড়া আছে। এই হলের পূর্ব্ব প্রান্তে ১১টি গোল, মোটা ও অত্যুচ্চ থাম আছে। ইহার এক একটি থাম আন্দাজ ৬ হাত অন্তর সংস্থাপিত। এই সকল থামের ব্যাস আন্দাজ সাড়ে তিন হাত বা চারি হাত। এই সকল থামের মস্তকোপরি হলের ছাদ সংরক্ষিত হইয়া আছে। এই হলের দীর্ঘতা প্রায় এক শত হাত এবং বিস্তার প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ হাত।

এই হলের পঁচিশ ছাব্বিশ হাত পরেই, অর্থাৎ পশ্চিম দিকে অপর একটি হল আছে। এই হলের প্রবেশের পথে কবাট লাগান দশ জোড়া মজবুত দরজা আছে। এই হলের উত্তর দিকে একটি কাম্‌রা বা ঘর আছে। ইহার মেঝে প্রস্তর মণ্ডিত। এই ঘরের দক্ষিণ দিকে একটি দরজা আছে। এই ঘরটি প্রেসিডেন্সি বা কলিকাতা পোষ্ট মাষ্টারের আফিস ঘর। ইহার মধ্যে গ্রীষ্মকালে বায়ু সেবনের নিমিত্ত ঝালোর সহ টানা পাখা সকল ঝুলান রহিয়াছে। আলোর নিমিত্ত গোলাকারের ডুম সহ গ্যাসের পাইপ্ সকল দেওয়ালের গায়ে ও অন্যান্য যথাযোগ্য স্থানে সংলগ্ন রহিয়াছে।

এই আফিসের দরজার বাহিরে, অর্থাৎ হলে এক জন আরদালী বা চাপরাসী বক্ষে চাপরাস্ বাঁধিয়া, এক খানি টুলের উপর বসিয়া রহিয়াছে।

এই ঘরের পার্শ্বে বা পরেই, অর্থাৎ পশ্চিম দিকের প্রথম ঘরে ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টারের আফিস; তৎপরে, উইণ্ডো ডেলিভারি আফিস। এই আফিসের হলে একটি কাষ্ঠ নির্ম্মিত চৌকশা কাটগড়া আছে। যাঁহাদের চিঠি পত্র সকলের শীঘ্র ডিলিভারি পাওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ ডাক-হরকরার মারফৎ পাইলে বিলম্ব বোধ করেন, তাঁহারা নিজ নিজ চাকর বেহারা ইত্যাদিকে পোষ্ট আফিসে পাঠাইয়া দেন; সেই সকল লোক আসিয়া এই কাটগড়ার ভিতর অপেক্ষা করে, তৎপরে এই আফিসের লোক নাম ডাকিয়া তাহাদিগকে চিঠি পত্র বিলি করেন। ইহাকেই বলে,—উইণ্ডো ডিলিভারি (Windo Delivery)।

এই লাইনের আফিস সকলে দশ জোড়া কবাট লাগান দরজা আছে। যে দেওয়ালের সহিত এই সমস্ত দরজা বসান আছে, সেই দেওয়ালের গায়ে গ্যাসের আলোর নিমিত্ত ৫টা করিয়া গোল লণ্ঠন আছে।

এই হল পার হইলেই ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টারের ও আর আর আফিস সকলে প্রবেশ করা যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে প্রায় সমস্ত আফিসেই 'সাধারণের পক্ষে প্রবেশ নিষেধ।' এই হলের ভিতর মেঝে সকল প্রস্তর মণ্ডিত। এই সকল প্রস্তর মণ্ডিত মেঝের উপর বহু দূর বিস্তৃত শ্রেণীবদ্ধ উচ্চ পদযুক্ত ডেস্ক ও তৎ সমক্ষে চেয়ার ইত্যাদি রহিয়াছে। ইংরাজ, ফিরিঙ্গী, মুসলমান ও বাঙ্গালী ইত্যাদি কেরাণীগণ নিজ নিজ ডেস্কের উপর কেতাব, কাগজ, কলম ও দোয়াত ইত্যাদি রাখিয়া, এই সকল চেয়ারের উপর বসিয়া, কেহ বা লিখিতেছেন, কেহ বা পড়িতেছেন; এই রূপে সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

আলোর নিমিত্ত বিলাতি কাচ নির্ম্মিত ডুম সহ গ্যাসের পাইপ বা চোং সকল যথাযোগ্য ঝাড় ও দেয়ালগিরির রূপ ধারণ করিয়া, ছাদে, দেওয়ালের গায়ে ও ডেক্সের উপরি ভাগে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ঝোলান ও লাগান রহিয়াছে। গ্রীষ্ম কালে হাওয়ার জন্য ঝালোর সহ শ্রেণীবদ্ধ বহু বিধ টানাপাখা সকল যথা যোগ্য স্থানে ঝুলিতেছে। এই পূর্ব্ব দিকের হলের দুই পার্শ্বে, অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ দিকে উপরে উঠিবার নিমিত্ত ৩৮টি ধাপ যুক্ত দুইটি সিঁড়ি আছে। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্ব দিকের হলের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে গোলাকারের একটি অত্যুচ্চ গোম্বুজ আছে। ইহার ব্যাস (Diamate) আন্দাজ ৫০।৬০ হাত। ইহার পরিধি (Circumferance) আন্দাজ ১৫০ হইতে ২০০ হাত। ইহার চূড়া বা সর্ব্বোচ্চ স্থান ভূমি হইতে ৬০। ৭০ হাত উচ্চ। বহু দূরস্থিত স্থান হইতে অনায়াসে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

এই গোম্বুজের বাহিরের দালান বা হলে আটটি মোটা মোটা অত্যুচ্চ থাম আছে; ঐ সকল থামের মস্তকোপরি এই হল বা বারাণ্ডার ছাদ সংরক্ষিত আছে। এই সকল থামের মধ্য দিয়া গোম্বুজে প্রবেশ করিতে হয়। ইহার পর, তিনটি ফুকর অর্থাৎ ইহার থামের মস্তকোপরি এই গোম্বুজের গোল ছাদ সংরক্ষিত আছে। এই সকল ফুকরের উপরি ভাগে কাষ্ঠ নির্ম্মিত ঝিলিমিলি লাগান আছে। ইহার উপরি ভাগে ইষ্টক নির্ম্মিত গোল খিলান সকল রহিয়াছে। গোম্বুজের চারি দিকে গোল দেওয়াল। এই গোল দেওয়াল এবং ইহার মধ্যে ও ভিতরে আর আটটি মোটা ও গোল থামের উপরি ভাগে সংরক্ষিত আছে। এই সকল থামের মস্তকোপরি এই গোম্বুজের উপকার দেওয়াল গোলাকার ভাবে সংরক্ষিত আছে। এই সকল থামের মাথার নীচে আন্দাজ দুই হাত পর্য্যন্ত স্থান ব্যাপিয়া পুষ্প, লতা ও পাতা ইত্য দর

আকৃতি সকল অত্যুৎকৃষ্ট ভাবে খোদিত ও নির্ম্মিত রহিয়াছে। ইহার উপর গোলাকার কার্ণিস। এই কার্ণিসের গলায় নক্সা কাটা কার্য্যগুলি অতি সুন্দর রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই কার্ণিসের উপর চারি দিকে গোল দেওয়াল। এই দেওয়ালের উপর আর একটি কার্ণিস যুক্ত গোল দেওয়াল; তদুপরি ভাগে আবার কার্ণিস। ইহার উপরি ভাগে, অর্থাৎ পাঁচ, ছয় তলের উপর (চতুর্দ্দিকের দেওয়ালের উপর) গ্লাস বা সার্সি ওয়ালা যোলটি দরজা বসান আছে। এই সকল সার্সির মধ্য দিয়া গোম্বুজের ভিতর অপেক্ষাকৃত বেশী আলো আইসে। এই গোম্বুজের মেঝে প্রস্তর নির্ম্মিত ও অতি পরিষ্কার। ইহার মস্তকোপরি যে স্থান ঢালু আছে, তাহার ভিতরের দিকে চিত্র বিচিত্র করা স্থান টুকু দেখিতে অতি চমৎকার।

এই গম্বুজের ভিতর প্রবেশ করিবার নিমিত্ত তিনটি খিলানের ভিতর দিয়া পথ আছে। পূর্ব্ব দিক্ হইতে প্রবেশ করিয়া ডাইনে বামে দুই দিকে কাষ্ঠ নির্ম্মিত দুইটি ছোট ছোট কামরার ন্যায় ঘর আছে। ইহাদের মস্তকোপরি সম্মুখেই পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প ('Postage stamp') বলিয়া লিখিত সাইন্ বোর্ড্ দুই খানি রহিয়াছে। এই দুইটি ঘরের ভিতর দুই জন লোক দ্বারা পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প বিক্রীত হয়। ইহার সম্মুখে বা পশ্চিম দিকে একটি ক্লার্ক আছে। এই গোম্বুজের ভিতর, দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর দিকে কাষ্ঠ নির্ম্মিত অফিস সকল আছে। দক্ষিণ হইতে সুরু করিয়া ফুকরের উপর সাইন্ বোর্ড এই রূপ লিখিত আছে;—

১। Poste Restante Enquiry office, পোষ্ট রেষ্ট্যান্টি এন্‌কোয়ারি আফিস, অর্থাৎ কোন চিঠি পত্র পাঠান হইয়াছে, বা অন্য স্থান হইতে আসিয়াছে, বা আইসে নাই, কি সময়ে পৌঁছে নাই, ইহার কারণ অবগত হইতে হইলে, এই আফিসে আসিয়া

কেরাণী বাবুদের নিকট তল্লাস করিলে, ঠিক্ খবর পাওয়া যায়। ফুকরের উপরে সাইন্ বোর্ডে লিখিত আছে ;—

২। Sea and Over land Mail office. সী এণ্ড ওভার-ল্যাণ্ড্ মেইল অফিস, অর্থাৎ সমুদ্র যোগে কোন স্থানে সাধারণ অর্থাৎ পেড্ কিম্বা বেয়ারিং পত্রাদি পাঠাইতে হইলে,এই স্থানে পোষ্ট করিতে হয় ; অর্থাৎ এই স্থানে পত্রাদি বাক্সের ভিতর ফেলিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ফুকর আছে, সেই ফুকরে পত্রাদি ফেলিয়া দিতে হয়। ফুকরের উপর সাইন্ বোর্ডে লিখিত আছে ;—

৩। "Inland Letters and News-papers" ইন্‌ল্যাণ্ড লেটার্স্ এণ্ড্ নিউস্ পেপার্স্, অর্থাৎ ভারতবর্ষের মধ্যে পেড্ বা বেয়ারিং পত্রাদি ও খবরের কাগজ বা সমাচার পত্র সকল এই স্থানস্থিত নির্দ্দিষ্ট ফুকরের মধ্যে ফেলিতে হয়। ফুকরের উপর সাইন্ বোর্ডে লিখিত আছে ;—

৪। "Insured Letters Received from 7 A.M. to 6 P. M." ইনসিওর্ড লেটার্স্ রিসিভ্ড ফ্রম ৭ এ, এম্, টু ৬ পি, এম,—অর্থাৎ ভারতবর্ষের মধ্যে কোন স্থানে ইনসিওর করিয়া কোন পত্রাদি পাঠাইতে হইলে, এই স্থানে আসিয়া ইন্‌সিওর করিতে হয়। এই এই অফিস সকাল বেলা ইংরাজি ৭ সাত ঘটিকা হইতে বৈকাল বেলা ৬ ছয় ঘটিকা পর্য্যন্ত খোলা থাকে ; এই সময়ের মধ্যে পত্রাদি ইন্‌সিওর করিতে হয়। ফুকরের উপর সাইন্ বোর্ডে লিখিত আছে ;—

৫। "Inland Registred Letters Received from 7 A. M. to 6 P. M. ইন্‌ল্যাণ্ড্ রেজিষ্টার্ড্ লেটার্স্ রিসিভ্ড ফ্রম ৭ এ, এম, টু ৬ পি, এম ; অর্থাৎ, ভারতবর্ষের মধ্যে কোন স্থানে রেজিষ্টারি করিয়া কোন পত্রাদি পাঠাইতে হইলে, এই স্থানে আসিয়া রেজিষ্টারি করিতে হয়। এই আফিস সকাল বেলা ইংরাজি ৭ সাত ঘটিকা হইতে

বৈকাল বেলা ৬ ছয় ঘটিকা পর্য্যন্ত খোলা থাকে ; এই সময়ের মধ্যে পত্রাদি রেজিষ্টারি করিতে হয়।

ইহার দক্ষিণ দিকেও ফুটপাথ হইতে প্রস্তর মণ্ডিত সাতটি ধাপ যুক্ত বহু দূর বিস্তৃত একটি সোপানশ্রেণী আছে। এই সকল সোপান অবলম্বন করিয়া, হলে উঠিতে হয়। এই হলের প্রথম থাকে সম্মুখে মোটা মোটা গোলাকার বারোটি অত্যুচ্চ থাম আছে। ইহার এক একটি থাম পাঁচ ছয় হাত অন্তরে স্থিত। এই সকল থামের পরেই বাহিরের দালান। এই দালানের দীর্ঘতা আন্দাজ ১০০ শত হস্ত ও বিস্তার প্রায় ১৬।১৭ ষোল সতের হাত হইবে।

এই হলের প্রথম শ্রেণী থামের পরে ভিতরের হলে আর এক শ্রেণী গোল ও অপেক্ষাকৃত কম মোটা চারিটি থাম আছে। ইহাদের মস্তকোপরি এই হলের ছাদ সংরক্ষিত আছে। এই হলের মেঝে প্রস্তর মণ্ডিত ও অতি পরিস্কার।

এই হলের ভিতর অনেকগুলি আফিস ঘর আছে। পূর্ব্ব দিক্ হইতে সুরু করিয়া, দুই দরজা যুক্ত প্রথম ঘরে সাইন্ বোর্ডে লিখিত আছে, যথা ;—

১। "Foreign Registered Letters Received from 7 A.M. to 6 P. M." ফরেন্ রেজিষ্টার্ড্ লেটার্স রিসিভ্ড্ ফ্রম ৭ এ,এম,টু ৬ পি, এম,—অর্থাৎ সমুদ্র যোগে কোন স্থানে রেজিষ্টারি পত্রাদি পাঠাইতে হইলে, এই স্থানে আসিয়া রেজিষ্টারি করিতে হয়। সকাল বেলা ইংরাজি ৭ সাত ঘটিকা হইতে বৈকাল বেলা ৬ ছয় ঘটিকা পর্য্যন্ত রেজিষ্টারি করিবার সময় নির্দ্ধারিত আছে। এই সময়ের পূর্ব্বে বা পরে রেজিষ্টারি হইবে না।

এই আফিস বা ঘরের পর, উক্ত চারিটি থাম যুক্ত হলের ভিতর প্রথম দরজা যুক্ত ঘরের দরজার উপর সাইন্ বোর্ডে লিখিত আছে, যথা ;—

২। "Book Post" বুক পোষ্ট, অর্থাৎ কেতাব ইত্যাদি যাহা কিছু বুক পোষ্টে পাঠাইবার আবশ্যক হয়, সেই সকল জিনিষ এই স্থানে আনিয়া পোষ্ট করিতে হয়।

৩। ইহার পশ্চিম দিকে বা পরের ঘরের দরজার উপর সাইন্ বোর্ডে লিখিত আছে, যথা ;—

"Inland and Foreign Parsel's Received from 7 A. m, to 6 P. M." ইন্‌ল্যাণ্ড্ এণ্ড ফরেন্ পার্‌সেল্‌স রিসিভ্‌ড ফ্রম ৭ এ, এম, টু ৬ পি, এম, অর্থাৎ সমুদ্র যোগে ও ভারতের মধ্যে কোন স্থানে পার্‌সেল্ অর্থাৎ পুলিন্দা ইত্যাদি পাঠাইতে হইলে, এই স্থানে আনিয়া পোষ্ট করিতে হয়।

৪। এই ঘরের পশ্চিমের ঘরে বা আফিসের দরজার উপর সাইন্ বোর্ডে লিখিত আছে, যথা ;—

"Value Payable Registered Letters Received from 7 A. M. to 5 P. M." ভ্যালু পেএব্‌ল রেজিষ্টার্ড্ লেটার্স্ রিসিভ্‌ড ফ্রম ৭ এ, এম, টু ৫ পি, এম,—অর্থাৎ রেলওয়ে কোম্পানি বা অপর কোন কোম্পানির মারফৎ অধিক বা অধিক মূল্যের মাল কোন গ্রাহকের নিকট পাঠাইতে হইলে, উক্ত কোম্পানিরা সেই সকল মাল পত্র লইয়া, প্রেরককে এক খানি রসিদ লিখিয়া দেন। এই রসিদখানি উক্ত কোম্পানিদের এজেণ্টের নিকট দাখিল করিলে পর, প্রেরকের দ্বারা প্রেরিত মাল সকল তিনি প্রাপ্ত হন, এইটিই নিয়ম ; কিন্তু গ্রাহক যদি এই মর্ম্মে অর্থাৎ ভ্যালু পেএব্‌লে পাঠাইলে পর, ইহার মূল্য দিব বলিয়া প্রেরককে লেখেন, তাহা হইলে, প্রেরক উক্ত রসিদ খানি এক খানি পত্র সম্বলিত পাঠাইতে পারেন। সেই পত্রের উপরি ভাগে মূল্যের মোট টাকাটি লিখিয়া, ভ্যালু পেএব্‌লের ডাকে রেজিষ্টারি করিয়া পাঠাইতে হয়। এই রূপে পাঠাইলে, তথাকার ডাকঘরের পিয়ন্ পত্রের উপরি ভাগে লিখিত

মোট মূল্যটি অগ্রে গ্রহণ করিয়া, পরে সেই পত্র খানি সেই নির্দ্দিষ্ট গ্রাহককে প্রদান করে ও সেই মূল্য প্রেরকের নিকট আইসে। ইহারই নাম ভ্যালু পেএব্‌ল রেজিষ্টার্ড লেটার। রেজিষ্টারি করিবার নির্দ্ধারিত সময় সকাল বেলা ইংরাজি ৭টা হইতে বৈকাল বেলা ৫টা পর্য্যন্ত।

৫। পূর্ব্বোক্ত আফিস ঘরের পরের ঘরের দরজার উপর সাইন্‌ বোর্ডে লিখিত আছে, যথা ;—

"Valu Payable Parsels Received from 7 A. M. to 5 P. M. ভ্যালু পেএল পার্সেলস্‌ রিসিভ্‌ড ফ্রম ৭ এ, এম্‌. টু ৫ পি,এম,—অর্থাৎ সকল বেলা ইংরাজি ৭ সাত ঘটিকা হইতে বৈকাল বেলা ৫ পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত এ ভ্যালু পেএব্‌ল পার্সেল্‌ এই আফিসে গৃহীত হয়।

ভ্যালু পেএব্‌ল পার্সেল্‌ অর্থাৎ কোন স্থানে কোন গ্রাহকের নিকট কোন দ্রব্য পাঠাইতে হইলে ও তাহার মূল্য আদায় করিতে হইলে, পুলিন্দা বান্ধিয়া পার্সেল করিয়া, সে দ্রব্য এই আফিসে আসিয়া বুক করিতে হয়। পৌছা মোকামের পোষ্ট মাষ্টার সেই মূল্য আদায় করিয়া লইয়া, সেই পার্সেল তথাকার গ্রাহককে দেন এবং সেই আদায় করা মূল্য প্রেরকের নিকট পাঠাইয়া দেন ও প্রেরক তাহা বিনা কষ্টে ঘরে বসিয়া প্রাপ্ত হন।

৬। পূর্ব্বোক্ত ভ্যালু পেএব্‌ল আফিসের পরের ঘরের দরজার উপর সাইন্‌ বোর্ডে লিখিত আছে, যথা ;—

"Insured Parcels Received from 7 A, M. to 5 P. M. ইনসিওর্ড পার্সেল রিসিভ্‌ড ফ্রম ৭ এ, এম্‌, টু ৫ পি, এম—অর্থাৎ, সকাল বেলা ইংরাজি ৭ ঘটিকা হইতে বৈকাল বেলা ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত ইন্‌ সিওর্ড পার্সেল এই আফিসে গৃহীত হয়।

ইনসিওর্ড পার্সেল অর্থাৎ নোট টাকা বা কোন দ্রব্য কোন